অবধূত-গীতা

অবধূত-গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।
মহদ্ভয়পরিত্রাণাদ্বিপ্রাণামুপজায়তে ॥ ১ ॥
যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যাদহমেকো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩ ॥
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াৎ বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৪ ॥
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং জ্ঞানবিজ্ঞানমেব চ।
অহমাত্মা নিরাকারঃ সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ ॥ ৫ ॥
যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বিপ্রগণের মনে অদ্বৈত-বাসনা জন্মিয়া থাকে ॥ ১ ॥

আত্মাতে আত্মার ন্যায় যাঁহা কর্ত্তৃক এই সমুদয় বিশ্ব পরিপূরিত, সেই নিরাকার অভিন্ন অব্যয় শিবস্বরূপকে কি প্রকারে বন্দনা করি? ২ ॥

এই বিশ্ব মরীচিকাসন্নিভ পঞ্চভূতাত্মক; পরন্তু আমি এক ও নিরঞ্জন, অহো! আমি কাহাকেই বা নমস্কার করি? ৩ ॥

এই সমুদয়ই আত্মা—ইহাতে ভেদাভেদ নাই;—এতৎ সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কি প্রকারে বলা যায়? আমার ইহা বিস্ময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪ ॥

বেদান্তের ইহাই সারসর্ব্বস্ব, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞান যে, আমিই স্বভাবতঃ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা ॥ ৫ ॥

যে সর্ব্বাত্মক দেব গগনোপম ও নিষ্কল, যিনি স্বভাব-নির্ম্মল ও শুদ্ধস্বরূপ, আমিই তিনি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬ ॥

অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ শুদ্ধবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সুখং দুঃখং ন জানামি কথং কস্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥
ন মানসং কর্ম্ম শুভাশুভং মে, ন কায়িকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে।
ন বাচিকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে, জ্ঞানামৃতং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়োঽহম্ ॥ ৮ ॥
মনো বৈ গগনাকারং মনো বৈ সর্ব্বতোমুখম্।
মনোঽতীতং মনঃ সর্ব্বং ন মনঃ পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥
অহমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাতীতং নিরন্তরম্।
পশ্যামি কথমাত্মানং প্রত্যক্ষং বা তিরোহিতম্ ॥ ১০ ॥
ত্বমেবমেকং হি কথং ন বুধ্যসে,
সমং হি সর্ব্বেষু বিমৃষ্টমব্যয়ম্।
সদোদিতোঽসি ত্বমখণ্ডিতঃ প্রভো,
দিবা চ নক্তং চ কথং হি মন্যসে ॥ ১১ ॥
আত্মানং সততং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়মখণ্ডং খণ্ড্যতে কথম্ ॥ ১২ ॥

আমি শুদ্ধ, বিজ্ঞানবিগ্রহ, অব্যয় ও অনন্ত, সুখ-দুঃখ কি প্রকারে এবং কাহার উপস্থিত হয়, তাহা আমি জানি না ॥ ৭ ॥

মানসিক কোন শুভাশুভ কর্ম্ম আমার নাই, কায়িক বা বাচিকও কোন শুভাশুভ কর্ম্ম আমার সম্বন্ধে নাই, আমি জ্ঞানামৃত, শুদ্ধ ও অতীন্দ্র ॥ ৮ ॥

মনই গগনাকার, মনই সর্ব্বতোমুখ, মনই অতীত, মনই সর্ব্ব, পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে এই আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় মন আর নাই ॥ ৯ ॥

আমি এক, সমুদয় জগৎকে আমি ব্যাপিয়া আছি। আমি ব্যোমাতীত ও নিরন্তর; অতএব আত্মাকে কি প্রকারে প্রত্যক্ষ তিরোহিত দেখা যায়? ১০ ॥

তুমি এক, অতএব সমতা দেখিতেছ না কেন? সর্ব্বভূতেই অব্যয় সমভাবে আছে। হে প্রভো! তুমি সদা প্রকাশিত ও অখণ্ড, তবে দিবা ও রাত্রি বলিয়া কেন মানিতেছ? ১১ ॥

আত্মাকে সর্ব্বত্র এক ও নিরন্তর বলিয়া সতত জানিও, আমি ধ্যাতা ও পরম ধ্যেয়, এই বলিয়া সেই অখণ্ড পুরুষকে কেন খণ্ডিত করিতেছ? ১২ ॥

ন জাতো ন মৃতোঽসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ॥ ১৩॥
সবাহ্যাভ্যন্তরোঽসি ত্বং শিবঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ইতস্ততঃ কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ॥ ১৪॥
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বর্ত্ততে ন চ তে ন মে।
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্ব্বমাত্মৈব কেবলম্॥ ১৫॥
শব্দাদিপঞ্চকস্যাস্য নৈবাসি ত্বং ন তে পুনঃ।
ত্বমেব পরমং তত্ত্বমতঃ কিং পরিতপ্যসে॥ ১৬॥
জন্মমৃত্যুর্ন তে চিত্তং বন্ধমোক্ষৌ শুভাশুভৌ।
কথং রোদিষি রে বৎস নামরূপং ন তে ন মে॥ ১৭॥
অহো চিত্ত কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ।
অভিন্নং পশ্য চাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখী ভব॥ ১৮॥
ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকারবর্জ্জিতং, নিষ্কম্পমেকং হি বিমোক্ষবিগ্রহম্।
ন তে চ রাগো হ্যথবা বিরাগঃ, কথং হি সন্তপ্যসি কামকামতঃ॥১৯॥

তোমার জন্ম নাই, তোমার মৃত্যু নাই, তোমার কদাচ দেহ নাই, সমুদয়ই ব্রহ্ম, ইহা শ্রুতিবিহিত বাক্য॥ ১৩॥

তুমি সবাহ্যাভ্যন্তরময় শিবস্বরূপ ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ, অতএব ভ্রান্ত হইয়া কেন পিশাচবৎ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছ? ১৪॥

সংযোগ ও বিয়োগ তোমারও নাই, আমারও নাই; তুমিও নও, আমিও নই, এই জগৎও নয়, সমুদয়ই কেবল আত্মা॥ ১৫॥

শব্দাদি-পঞ্চকের তুমি কিছুই নও এবং তাহারাও কিছুই নহে; তুমি পরমতত্ত্ব, অতএব কেন পরিতাপ করিতেছ? ১৬॥

তোমার জন্ম-মৃত্যু নাই, তোমার চিত্ত নাই, তোমার বন্ধ-মোক্ষ বা শুভাশুভ নাই, অতএব রে বৎস! কেন রোদন করিতেছ, এই সমুদয় নাম ও রূপমাত্র, ইহারা তোমারও নয়, আমারও নয়॥ ১৭॥

রে চিত্ত! কেন ভ্রান্তভাবে পিশাচের ন্যায় ধাবিত হইতেছ, আত্মাকে অভিন্নভাবে দেখ এবং বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া সুখী হও॥ ১৮॥

তুমিই বিকার-বর্জ্জিত তত্ত্ব, এক, নিষ্কম্প ও মোক্ষবিগ্রহ, তোমার রাগ বা বিরাগ কিছুই নাই, অতএব কামকামী হইয়া কেন দুঃখ পাইতেছ? ১৯॥

বদন্তি শ্রুতয়ঃ সর্ব্বা নির্গুণং শুদ্ধমব্যয়ম্।
অশরীরং সমং তত্ত্বং তন্মাং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ॥ ২০॥
সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং নিরন্তরম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসংভবঃ॥ ২১॥
একমেব সমং তত্ত্বং বদন্তি হি বিপশ্চিতঃ।
রাগত্যাগাৎ পুনশ্চিত্তমেকানেকং ন বিদ্যতে॥ ২২॥
অনাত্মরূপঞ্চ কথং সমাধিরাত্মস্বরূপঞ্চ কথং সমাধিঃ।
অস্তীতি নাস্তীতি কথং সমাধির্মোক্ষস্বরূপং যদি সর্ব্বমেকম্॥ ২৩॥
বিশুদ্ধোঽসি সমং তত্ত্বং বিদেহস্ত্বমজোঽব্যয়ঃ।
জানামীহ ন জানামীত্যাত্মানং মন্যসে কথম্॥ ২৪॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।
নেতি নেতি শ্রুতির্ব্রূয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্॥ ২৫॥
আত্মন্যেবাত্মনা সর্ব্বং ত্বয়া পূর্ণং নিরন্তরম্।
ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিত্তং নির্লজ্জং ধ্যায়তে কথম্॥ ২৬॥

সমুদয় শ্রুতি সেই নির্গুণ, শুদ্ধ, অব্যয়, অশরীর ও সম তত্ত্বের কথা বর্ণন করেন; আমাকেই নিঃসংশয়রূপে সেই তত্ত্ব বলিয়া জানিও॥ ২০॥

সাকারকে মিথ্যা পদার্থ এবং নিরাকারকে নিত্য বলিয়া জানিও। এই তত্ত্বে প্রকৃতরূপে উপদিষ্ট হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ২১॥

পণ্ডিতেরা বলেন, সেই সমতত্ত্ব একই। রাগত্যাগ হইলে পর চিত্তও থাকে না অথবা এক বা অনেক কিছুই থাকে না॥ ২২॥

যাহা অনাত্মরূপ, কিরূপে তাহার সমাধি হইবে এবং যাহা আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছে, কিরূপেই বা তাহার সমাধি হইবে? যাহা আছে, যাহা নাই, তাহারই বা সমাধি কি প্রকারে হয়? সমুদয় এক ও মোক্ষস্বরূপ হইলে কোনরূপেই সমাধি সম্ভাবনা হয় না॥ ২৩॥

তুমি বিশুদ্ধ, সম, তত্ত্বস্বরূপ, বিদেহ, অজ ও অব্যয়, অতএব আত্মাকে জানি অথবা না জানি, এরূপ মনে কর কেন? ২৪॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন; নেতি নেতি বাক্যে শ্রুতি আত্মাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার সমুদয়ই মিথ্যা, আত্মাতে আত্মার ন্যায় তোমা কর্ত্তৃকই নিরন্তর এই সমুদয়

শিবং ন জানামি কথং বদামি, শিবং ন জানামি কথং ভজামি।
অহং শিবশ্চেৎ পরমার্থতত্ত্বং, সমস্বরূপং গগনোপমঞ্চ ॥ ২৭ ॥
নাহং তত্ত্বং সমং তত্ত্বং কল্পনাহেতুবর্জ্জিতম্।
গ্রাহ্যগ্রাহকনির্ম্মুক্তং স্বসংবেদ্যং কথং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥
অনন্তরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ, তত্ত্বস্বরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
আত্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বং, ন হিংসকো বাপি ন চাপ্যহিংসা ॥ ২৯ ॥
বিশুদ্ধোঽসি সমং তত্ত্বং, বিদেহমজমব্যয়ম্।
বিভ্রমং কথমাত্মার্থে বিভ্রান্তোঽহং কথং পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশং সুলীনং ভেদবর্জিতম্।
শিবেন মনসা শুদ্ধো ন ভেদঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৩১ ॥
ন ঘটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীববিগ্রহঃ।
কেবলং ব্রহ্ম সংবিদ্ধি বেদ্যবেদকবর্জিতম্ ॥ ৩২ ॥

পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধ্যাতা, ধ্যান বা চিত্ত কিছুই নাই, অতএব নির্লজ্জ হইয়া কেন ধ্যান করিতেছ? ২৫-২৬ ॥

শিবকে জানি না, অতএব সে সম্বন্ধে কি বলিব, শিবকে আমি জানি না, অতএব তাঁহার ভজনা কি করিব, আমিই পরমার্থতত্ত্ব, সমস্বরূপ, গগনোপম ও শিব ॥ ২৭ ॥

আমি কোন তত্ত্ব নহি, আমি কল্পনাহেতুবর্জ্জিত, সমতত্ত্ব ও গ্রাহ্যগ্রাহক-নির্ম্মুক্ত, স্বসংবেদ্য কিরূপে হইবে? ২৮ ॥

অনন্তরূপ কোন বস্তু নাই, তত্ত্বস্বরূপও কোন বস্তু নাই, আত্মা একরূপ ও পরমার্থতত্ত্ব, হিংসা বা অহিংসার ভাব ইহাতে কিছুই নাই ॥ ২৯ ॥

তুমি বিশুদ্ধ, সমতত্ত্ব, বিদেহ, অজ ও অব্যয়, অতএব আত্মার্থে তোমার বা আমার বিভ্রম হয় কেন? ৩০ ॥

ঘট ভিন্ন হইলে পর ঘটাকাশ ভেদবর্জ্জিত হইয়া মহাকাশে লীন হয়, মন শুদ্ধ হইলে পর শিবের সহিত কোন ভেদ প্রতিভাত হয় না ॥ ৩১ ॥

ঘটও নাই, ঘটাকাশও নাই, জীবও নাই, জীববিগ্রহও নাই, আমাকে বেদ্য-বেদক বর্জ্জিত কেবলমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বমাত্মানং সততং ধ্রুবম্।
সর্ব্বং শূন্যমশূন্যঞ্চ তন্মাং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা, বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ।
ন ধূমমার্গো ন চ দীপ্তিমার্গো, ব্রহ্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্যাপ্যব্যাপকনির্ম্মুক্তং ত্বমেকঃ সকলং যদি।
প্রত্যক্ষং চাপরোক্ষং চ আত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ৩৫ ॥
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥
শ্বেতাদিবর্ণরহিতং শব্দাদিগুণবর্জ্জিতম্।
কথয়ন্তি কথং তত্ত্বং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩৭ ॥
যদাঽনৃতমিদং সর্ব্বং দেহাদি গগনোপমম্।
তদা হি ব্রহ্ম সংবেত্তি ন তে দ্বৈতপরম্পরা ॥ ৩৮ ॥
পরেণ সহজাত্মাপি হ্যভিন্নঃ প্রতিভাতি মে।
ব্যোমাকারং তথৈবৈকং ধ্যাতা ধ্যানং কথং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বত্র সমুদয়ই সতত ধ্রুব আত্মা, শূন্য অশূন্য সমুদয়ই ব্রহ্ম এবং আমাকে সেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, ইহাতে সংশয় করিও না ॥ ৩৩ ॥

বেদ নাই, লোক নাই, দেব নাই, যজ্ঞ নাই, বর্ণাশ্রম বা কুলজাতি কিছুই নাই, ধূমমার্গ বা জ্যোতির্মার্গ এ সকলও নাই, কেবল পরমার্থতত্ত্ব এক ব্রহ্মরূপই আছেন ॥ ৩৪ ॥

তুমি যদি ব্যাপ্যব্যাপকনির্ম্মুক্ত, এক ও পূর্ণ হও, তবে আত্মাকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কেন মনে কর? ৩৫ ॥

লোকে কেহ অদ্বৈতবাদী হয়, কেহ বা দ্বৈতবাদী হয়, কিন্তু কেহই দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত সমতত্ত্বকে জানে না ॥ ৩৬ ॥

লোকে সেই পরমতত্ত্বকে শ্বেতাদি-বর্ণরহিত, শব্দাদিগুণ-বর্জ্জিত, বাক্য-মনের অগোচর বলে কেন? ৩৭ ॥

যখন দেহাদি গগনোপম এই সমুদয়ই মিথ্যা বলিয়া জানিবে, তখনই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানা হইবে, সে তত্ত্বের নিকট আর দ্বৈতপরম্পরা নাই ॥ ৩৮ ॥

এই সহজাত্মার সহিত সেই পরমাত্মার অভিন্নতা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে, সমুদয়ই ব্যোমাকার ও এক বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব ধ্যাতা বা ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে? ৩৯ ॥

যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ন মে কিঞ্চিদ্বিশুদ্ধোঽহমজোঽব্যয়ঃ॥ ৪০॥
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি নিরাকৃতীদং, সর্ব্বং জগৎ বিদ্ধি বিকারহীনম্।
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি বিশুদ্ধদেহং, সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি শিবৈকরূপম্॥ ৪১॥
তত্ত্বং ত্বং হি ন সন্দেহঃ কিং জানাম্যথবা পুনঃ।
অসংবেদ্যং সুসংবেদ্যমাত্মানং মন্যসে কথম্॥ ৪২॥
মায়ামায়া কথং তাত ছায়াছায়া ন বিদ্যতে।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্॥ ৪৩॥
আদিমধ্যান্তমুক্তোঽহং ন বদ্ধোঽহং কদাচন।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৪৪॥
মহদাদি জগৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং কথং বর্ণাশ্রমস্থিতিঃ॥ ৪৫॥
জানামি সর্ব্বথা সর্ব্বমহমেকো নিরন্তরম্।
নিরালম্বমশূন্যঞ্চ শূন্যং ব্যোমাদি-পঞ্চকম্॥ ৪৬॥

আমি যাহা করি, যাহা খাই, যাহা হোম করি, যাহা দিই, এ সমুদয়ই আমার কিছু নয়, আমি বিশুদ্ধ, অজ ও অব্যয়॥ ৪০॥

এই সমুদয় জগৎকে নিরাকার বলিয়া জানিও, সমুদয় জগৎকে বিকারহীন বলিয়া জানিও, সমুদয় জগৎকে বিশুদ্ধদেহ বলিয়া জানিও এবং সমুদয় জগৎকে শিবৈকরূপ বলিয়া জানিও॥ ৪১॥

তুমিই পরমতত্ত্ব, ইহাতে সন্দেহ নাই অথবা আমিই বা ইহা ব্যতীত আর কি জানিতেছি, অতএব আত্মাকে অসংবেদ্য বা সুসংবেদ্য বলিয়া কেন মনে কর? ৪২॥

হে তাত! মায়া, অমায়া বা ছায়া, অছায়া কি প্রকারে থাকিবে, এই সমুদয়ই একতত্ত্ব, সমুদয়ই ব্যোমাকার নিরঞ্জন॥ ৪৩॥

আমি আদি-মধ্যান্তমুক্ত, কখনই বদ্ধ নহি এবং স্বভাব-নির্ম্মল ও শুদ্ধ, ইহাই আমার নিশ্চয় জ্ঞান॥ ৪৪॥

মহত্তত্ত্ব আদি জগৎ সমুদয় আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না, এ সমুদয়ই কেবল ব্রহ্ম; অতএব বর্ণাশ্রমের স্থিতি কি প্রকারে হইবে? ৪৫॥

আমিই একমাত্র সর্ব্বতোভাবে সমুদয়কে, এক নিরঞ্জন নিরালম্ব ও অশূন্য বলিয়া জানি; ব্যোমাদি পঞ্চতত্ত্ব শূন্যমাত্র॥ ৪৬॥

ন ষণ্ডো ন পুমান্ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা।
সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মন্যসে কথম্॥ ৪৭॥
ষড়ঙ্গযোগান্ন তু নৈব শুদ্ধং, মনোবিনাশান্ন তু নৈব শুদ্ধম্।
গুরূপদেশান্ন তু নৈব শুদ্ধং, স্বয়ঞ্চ তত্ত্বং স্বয়মেব বুদ্ধম্॥ ৪৮॥
ন হি পঞ্চাত্মকো দেহো বিদেহো বর্ত্ততে ন হি।
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং তুরীয়ঞ্চ ত্রয়ং কথম্॥ ৪৯॥
ন বদ্ধো নৈব মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তাহং ব্যাপ্যব্যাপকবর্জিতঃ॥ ৫০॥
যথা জলং জলে ন্যস্তং সলিলং ভেদবর্জিতম্।
প্রকৃতিং পুরুষং তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে॥ ৫১॥
যদি নাম ন মুক্তোঽসি ন বদ্ধোঽসি কদাচন।
সাকারঞ্চ নিরাকারমাত্মানং মন্যসে কথম্॥ ৫২॥
জানামি তে পরং রূপং প্রত্যক্ষং গগনোপমম্।
যথাপরং হি রূপং যন্মরীচিজলসন্নিভম্॥ ৫৩॥

আত্মা ষণ্ড নয়, পুরুষ বা স্ত্রী নয়, বোধ বা কল্পনাস্বরূপ নয়, তবে আত্মাকে সানন্দ বা নিরানন্দ বলিয়া কেন মনে কর? ৪৭॥

ষড়ঙ্গযোগ শুদ্ধ করিতে পারে না, মন বিনষ্ট হইলেও তথাপি শুদ্ধ হওয়া যায় না, গুরূপদেশ হইলেও তথাপি শুদ্ধ হয় না, তত্ত্ব স্বয়ংই স্বয়ং কর্ত্তৃক বুদ্ধ হয়॥ ৪৮॥

পঞ্চাত্মক দেহও নাই, বিদেহ-মুক্তিও নাই, সমুদয়ই কেবল আত্মা, তুরীয় যোগ স্বপ্নাদি-অবস্থাত্রয় কি প্রকারে সম্ভবে? ৪৯॥

আমি বদ্ধও নহি, মুক্তও নহি, আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ও নহি, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি, আমি ব্যাপ্য-ব্যাপক-বর্জ্জিত॥ ৫০॥

জল যেমন জলে ন্যস্ত হইলে জলই থাকে, উহা যেমন ভেদবর্জ্জিত, প্রকৃতি ও পুরুষতদ্রূপ আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়॥ ৫১॥

যদি তুমি মুক্তও নও, বদ্ধও নও; তবে আত্মাকে সাকার বা নিরাকার মনে কর কেন? ৫২॥

আমি প্রত্যক্ষ গগনোপম তোমার পরমাত্মরূপ জানিয়াছি, তোমার যে অপর রূপ, তাহা মরীচিকাজলসদৃশ॥ ৫৩॥

ন গুরুর্নোপদেশশ্চ ন চোপাধির্ন চ ক্রিয়া।
বিদেহং গগনং বিদ্ধি বিশুদ্ধোঽহং স্বভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥
বিশুদ্ধোঽস্যশরীরোঽসি ন তে চিত্তং পরাৎপরম্।
অহং চাত্মা পরং তত্ত্বমিতি বক্তুং ন লজ্জসে ॥ ৫৫ ॥
কথং রোদিষি রে চিত্ত হ্যাত্মৈবাত্মাত্মনা ভব।
পিব বৎস কলাতীতমদ্বৈতং পরমামৃতম্ ॥ ৫৬ ॥
নৈব বোধো ন চাবোধো ন বোধো বোধ এব চ।
যস্যেদৃশঃ সদাবোধঃ স বোধো নান্যথা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
জ্ঞানং ন তর্কো ন সমাধিযোগো, ন দেশকালো ন গুরূপদেশঃ।
স্বভাবসংবিত্তিরহঞ্চ তত্ত্বমাকাশকল্পং সহজং ধ্রুবঞ্চ ॥ ৫৮ ॥
ন জাতোঽহং মৃতো বাপি ন মে কর্ম্ম শুভাশুভম্।
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ॥ ৫৯ ॥
যদি সর্ব্বগতো দেবঃ স্থিরঃ পূর্ণো নিরন্তরঃ।
অন্তরং হি ন পশ্যামি সবাহ্যাভ্যন্তরঃ কথম্ ॥ ৬০ ॥

আমার গুরু বা উপদেশ, উপাধি বা ক্রিয়া কিছুই নাই, আমি স্বভাবতঃ বিদেহ, গগনবৎ মুক্ত ও বিশুদ্ধ ॥ ৫৪ ॥

তুমি বিশুদ্ধ ও অশরীরী, তোমার পরাৎপর চিত্ত নাই, আমি আত্মা ও পরমতত্ত্ব, ইহা বলিতে লজ্জা করিও না ॥ ৫৫ ॥

রে চিত্ত! তুই কেন রোদন করিতেছিস্, আত্মযোগে আত্মা হও, রে বৎস! কলাতীত, অদ্বৈত, পরমামৃত পান কর ॥ ৫৬ ॥

আমি বোধও নহি, অবোধও নহি, বোধকেও বোধ বলে না, যাহার সদাই ঈদৃশ বোধ, সে-ই বোধস্বরূপ, ইহার অন্যথা নাই ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞান, তর্ক, সমাধি-যোগ, দেশকাল, গুরূপদেশ কিছুরই অপেক্ষা করে না, আমি স্বভাবতই জ্ঞানস্বরূপ, পরমতত্ত্ব, আকাশকল্প, সহজ ও ধ্রুব ॥৫৮॥

আমি জন্ম নহি, মৃতও নহি, আমার শুভাশুভ কর্ম্ম নাই, আমি বিশুদ্ধ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, আমার বন্ধ বা মুক্তি কি প্রকারে হইবে? ৫৯ ॥

যদি সেই দেব সর্ব্বগত, স্থির, পূর্ণ এবং নিরন্তর হন, তবে অন্তরই আমি দেখিতে পাই না, তিনি সবাহ্যাভ্যন্তর কি প্রকারে হইবেন? ৬০ ॥

স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতনিরন্তরম্।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥ ৬১ ॥
সাকারঞ্চ নিরাকারং নেতি নেতীতি সর্ব্বদা।
ভেদাভেদবিনির্ম্মুক্তো বর্ত্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥ ৬২ ॥
ন তে চ মাতা চ পিতা চ বন্ধুর্ন তে চ পত্নী ন সুতশ্চ মিত্রম্।
ন পক্ষপাতো ন বিপক্ষপাতঃ, কথং হি সন্তপ্তিরিয়ং হি চিত্তে ॥ ৬৩ ॥
দিবা নক্তং ন তে চিত্ত উদয়াস্তময়ৌ ন হি।
বিদেহস্য শরীরত্বং কল্পয়ন্তি কথং বুধাঃ ॥ ৬৪ ॥
নাবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ন হি দুঃখসুখাদি চ।
ন হি সর্ব্বমসর্ব্বঞ্চ বিদ্ধি চাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তা চ ন মে কর্ম্ম পুরাধুনা।
ন মে দেহো বিদেহো বা নির্ম্মমেতি মমেতি কিম্ ॥ ৬৬ ॥
ন মে রাগাদিকো দোষো দুঃখং দেহাদিকং ন মে।
আত্মানং বিদ্ধি মামেকং বিশালং গগনোপমম্ ॥ ৬৭ ॥

এই সমগ্র জগৎ অখণ্ডিত ও নিরন্তর বলিয়া আমার নিকট স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। হায়! কি মায়া। কি মহামোহ। এই জগৎ সম্বন্ধে দ্বৈতাদ্বৈত-কল্পনা করা হয় ॥ ৬১ ॥

সাকার নিরাকার সমুদয় সম্বন্ধেই সর্ব্বদা নেতি নেতীতি বলা যায়, পরন্তু কেবল ভেদাভেদ বিনির্ম্মুক্ত শিবই বিদ্যমান ॥ ৬২ ॥

তোমার পিতা, মাতা, বন্ধু, পত্নী, সুত বা মিত্র কিছুই নাই; তোমার সম্বন্ধে পক্ষপাতও নাই, বিপক্ষভাবও নাই, অতএব চিত্তে কেন এরূপ সন্তাপ ভোগ কর? ৬৩ ॥

রে চিত্ত! তোমার সম্বন্ধে দিন বা রাত্রি, উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, তবে পণ্ডিতেরা বিদেহের শরীরত্ব কেন কল্পনা করেন? ৬৪ ॥

অবিভক্ত, বিভক্ত, সুখদুঃখাদি, সর্ব্ব, অসর্ব্ব আত্মার সম্বন্ধে এ সকল কিছুই নাই; আত্মাকে অব্যয় বলিয়া জানিও ॥ ৬৫ ॥

আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি, আমার পুরা বা অধুনা কখনও কোন কর্ম্ম নাই, আমার দেহ বা বিদেহ নাই, নির্ম্মম বা মমতা কি প্রকারে থাকিবে? ৬৬ ॥

আমার রাগাদি দোষ নাই, দেহাদিক দুঃখ নাই, আমাকে এক, বিশাল ও গগনোপম আত্মা বলিয়া জানিও ॥ ৬৭ ॥

সখে মনঃ কিং বহুজল্পিতেন, সখে মনঃ সর্ব্বমিদং বিতর্ক্যম্।
যৎ সারভূতং কথিতং ময়া তে, ত্বমেব তত্ত্বং গগনোপমোঽসি ॥ ৬৮ ॥
যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি।
যোগিনস্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিবাম্বরে ॥ ৬৯ ॥
তীর্থে চান্ত্যজগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্।
সমকালে তনুং মুক্তঃ কৈবল্যব্যাপকো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দ্বিপদাদিচরাচরম্।
মন্যন্তে যোগিনঃ সর্ব্বং মরীচিজলসন্নিভম্ ॥ ৭১ ॥
অতীতানাগতং কর্ম্ম বর্ত্তমানং তথৈব চ।
ন করোমি ন ভুঞ্জামি ইতি মে নিশ্চলা মতিঃ ৭২ ॥
শূন্যাগারে সমরসপূতস্তিষ্ঠত্যেকঃ সুখমবধূতঃ।
চরতি হি নগ্নস্ত্যক্ত্বা গর্ব্বং, বিন্দতি কেবলমাত্মনি সর্ব্বম্ ॥ ৭৩ ॥
ত্রিতয়তুরীয়ং ন হি ন হি যত্র, বিন্দতি কেবলমাত্মনি তত্র।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন হি ন হি যত্র, বন্ধো মুক্তঃ কথমিহ তত্র ॥ ৭৪ ॥

হে সখে! মন বহু জল্পনার প্রয়োজন কি? এ সমুদয় বিতর্কেরই বা প্রয়োজন কি? যাহা সারভূত, আমি তাহা কহিলাম, তুমিই গগনোপম পরমতত্ত্ব ॥ ৬৮ ॥

যে কোন ভাবেই হউক, আর যথায় তথায় হউক, মৃত্যুর পর যোগীরা তথায়ই লয় পান, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লয় হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

তীর্থেই হউক আর অন্ত্যজগৃহেই হউক, নষ্টস্মৃতি ত্যাগ করিয়া যোগী তনু-মুক্ত হইয়া কৈবল্যব্যাপকতা লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ দ্বিপদাদি চরাচর সমুদয়ই যোগী মরীচিজল-সন্নিভ বলিয়া মনে করেন ॥ ৭১ ॥

কি অতীত, কি অনাগত, কি বর্ত্তমান কোন কর্ম্মই আমি করি না অথবা কর্ম্মফলও আমি ভোগ করি না, ইহা আমার নিশ্চল বুদ্ধি ॥ ৭২ ॥

অবধূত শূন্যগৃহে সমরসলাভে পবিত্র হইয়া বাস করেন এবং গর্ব্বত্যাগ করিয়া নগ্নভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন; তিনি আত্মাতেই সমুদয় লাভ করেন ॥ ৭৩ ॥

যথায় কেবল আত্মলাভ, তথায় ত্রিতয় বা তুরীয়াবস্থা নাই অথবা যথায় কেবল আত্মলাভ, তথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বা বদ্ধ ও মুক্তও নাই ॥ ৭৪ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি মন্ত্রং, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তন্ত্রম্।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপিতমেতৎ পরমাবধূতঃ॥ ৭৫॥
সর্ব্বশূন্যমশূন্যঞ্চ সত্যাসত্যং ন বিদ্যতে।
স্বভাবভাবতঃ প্রোক্তং শাস্ত্রসংবিত্তিপূর্ব্বকম্॥ ৭৬॥
ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যপদেশো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অবধূত উবাচ।

বালস্য বা বিষয়ভোগরতস্য বাপি,
মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য।
এতদ্‌গুরোঃ কিমপি নৈব ন চিন্তনীয়ং,
রত্নং কথং ত্যজতি কোঽপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্॥ ১॥
নৈবাত্র কাব্যগুণ এব তু চিন্তনীয়ো,
গ্রাহ্যঃ পরং গুণবতা খলু সার এব।
সিন্দূরচিত্ররহিতা ভুবি রূপশূন্যা,
পারং ন কিং নয়তি নৌরিহ গন্তুকামান্॥ ২॥

তথায় ছন্দোবন্ধ মন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই বা তন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই, সমরসে মগ্ন ধ্যানপূত অবধূত কর্ত্তৃক এই প্রলাপ কথিত হইল॥ ৭৫॥

তথায় শূন্যাশূন্য সত্যাসত্য কিছুই নাই, শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক সহজভাব হইতেই অবধূত কর্ত্তৃক ইহা কথিত হইল॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতান্তর্গত আত্মসংবিত্ত্যপদেশ
নামক প্রথম অধ্যায়।

অবধূত কহিলেন, ইনি বালক, বিষয়ভোগরত, মূর্খ, সেবকজন বা গৃহস্থ, গুরুর সম্বন্ধে এই প্রকার চিন্তা করিতে নাই, অশুদ্ধ স্থানে পতিত রত্নকে কোন্ জন ত্যাগ করিয়া থাকে? ১॥

গুরুর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যগুণ বিচার করিতে নাই, গুণবান্ জনেরা সারই গ্রহণ করিয়া থাকেন; সিন্দূরচিত্ররহিত কুরূপ নৌকা কি গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে পারে লইয়া যায় না? ২॥

প্রযত্নেন বিনা যেন নিশ্চলেন চলাচলম্।
গ্রস্তং স্বভাবতঃ শান্তং চৈতন্যং গগনোপমম্ ॥ ৩ ॥
অসত্বাচ্চালয়েদ্‌যস্তু একমেব চরাচরম্।
সর্ব্বগং তৎ কথং ভিন্নমদ্বৈতং বর্ত্ততে মম ॥ ৪ ॥
অহমেব পরং যস্মাৎ সারাসারতরং শিবম্।
গমাগমবিনির্ম্মুক্তং নির্ব্বিকল্পং নিরাকুলম্ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বাবয়বনির্ম্মুক্তং তদহং ত্রিদশাদিকম্।
সম্পূর্ণত্বান্ন গৃহ্লামি বিভাগং ত্রিদশাদিকম্ ॥ ৬ ॥
প্রমাদেন ন সন্দেহঃ কিং করিষ্যামি বৃত্তিবান্।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে বুদ্‌বুদাশ্চ যথা জলে ॥ ৭ ॥
মহাদাদীনি ভূতানি সমাপ্যৈবং সদৈব হি।
মৃদুদ্রব্যেষু তীক্ষ্ণেষু গুড়েষু কটুকেষু চ ॥ ৮ ॥
কটুত্বং চৈব শৈত্যত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে ॥ ৯ ॥

যে নিশ্চল পুরুষ কর্ত্তৃক চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রযত্ন ব্যতীত স্বভাবতই তাঁহাকে গগনোপম, শান্ত ও চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয় ॥ ৩ ॥

যিনি একা এই চরাচরকে প্রযত্ন ব্যতীত চালনা করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্রগামী, তিনি কি প্রকারে আত্মার সহিত ভিন্ন হইবেন? তিনি অদ্বৈত, এই আমার বোধ হয় ॥ ৪ ॥

আমিই পরম, সারাৎসারতর, গমাগম-বিনির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিকল্প, নিরাকুল ও শিবস্বরূপ ॥ ৫ ॥

আমি সর্ব্বাবয়বনির্ম্মুক্ত ও দেবপূজ্য, সম্পূর্ণতা-প্রযুক্ত আমি দেবাদি বিভাগ গ্রাহ্য করি না ॥ ৬ ॥

প্রমাদযুক্ত হইয়াও আমার সন্দেহ নাই, বৃত্তিবান্ হইয়াই বা আমি কি করিব? জলে যেমন বুদ্‌বুদ্ সকল উৎপন্ন হইয়া লয় হয়, তদ্রূপ এই সমুদয় আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া লয় পাইতেছে ॥ ৭ ॥

মহদাদি ভূতসকল যেমন সদা সর্ব্বতোভাবে মৃদু, তীক্ষ্ণ, কটু বা মিষ্ট দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এক জলে যেমন কটুত্ব, শৈত্যত্ব ও মৃদুত্ব আছে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষকে আমার সদাই অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাখ্যারহিতং যদ্‌যৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং পরম্‌।
মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াতীতমকলঙ্কং জগৎপতিম্‌ ॥ ১০ ॥
ঈদৃশং সহজং যত্র অহং তত্র কথং ভবে।
ত্বমেব হি কথং তত্র কথং তত্র চরাচরম্‌ ॥ ১১ ॥
গগনোপমস্তু যৎ প্রোক্তং তদেব গগনোপমম্‌।
চৈতন্যং দোষহীনঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং পূর্ণমেব চ ॥ ১২ ॥
পৃথিব্যাং চরিতং নৈব মারুতেন চ বাহিতম্‌।
বারিণা নিহিতং নৈব তেজোমধ্যে ব্যবস্থিতম্‌। ১৩ ॥
আকাশং তেন সংব্যাপ্তং ন তদ্ব্যাপ্তঞ্চ কেনচিৎ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং তিষ্ঠত্যবচ্ছিন্নং নিরন্তরম্‌ ॥ ১৪ ॥
সূক্ষ্মত্বাত্তদদৃশ্যত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ যোগিভিঃ।
আলম্বনাদি যৎ প্রোক্তং ক্রমাদালম্বনং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
সততাভ্যাসযুক্তস্তু নিরালম্বো যদা ভবেৎ।
তল্লয়াল্লীয়তে নান্তর্গুণদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি সর্ব্বকর্ম্মরহিত, সূক্ষ্ম হইতে পরম সূক্ষ্ম, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, অকলঙ্ক ও জগৎপতি, তিনি যথায় সহজ, তথায় আমি বা তুমি কি প্রকারে থাকিবে? ১০-১১ ॥

যে গগনোপমের কথা বলা হইল, গগনের সঙ্গেই তাঁহার তুলনা হয়, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, দোষহীন, সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ ॥ ১২ ॥

তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন না, বায়ু কর্ত্তৃকও বাহিত হন না, জল কর্ত্তৃকও আবৃত নহেন অথবা তেজোমধ্যেও ব্যবস্থিত নহেন ॥ ১৩ ॥

তৎকর্ত্তৃকই আকাশ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, পরন্তু তিনি কাহা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত নন, তিনি নিরন্তরভাবে সবাহ্যাভ্যন্তর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মত্বহেতু, অদৃশ্যত্বহেতু, নির্গুণত্বহেতু যোগিগণ কর্ত্তৃক যে আলম্বনাদি কথিত হইয়াছে, ক্রমশঃ সেই আলম্বন অভ্যাস করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

সতত অভ্যাসযুক্ত হওয়াতে যখন নিরালম্ব হইবে, তখন আলম্বন লয় হওয়াতে গুণ-দোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া লীন হইয়া যাইবে ॥ ১৬ ॥

বিষবিধ্বস্ত রৌদ্রস্ত মোহমূর্চ্ছাপ্রদস্ত চ।
একমেব বিনাশায় হ্যমোঘং সহজামৃতম্ ॥ ১৭ ॥
ভাবগম্যং নিরাকারং সাকারং দৃষ্টিগোচরম্।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমন্তরালং তদুচ্যতে ॥ ১৮ ॥
বাহ্যভাবং ভবেদ্বিশ্বমন্তঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
অন্তরাদন্তরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥ ১৯ ॥
ভ্রান্তিজ্ঞানং স্থিতং বাহ্যে সম্যগ্‌জ্ঞানঞ্চ মধ্যগম্।
মধ্যান্মধ্যান্তরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥ ২০ ॥
পৌর্ণমাস্যাং যথা চন্দ্র এক এবাতিনির্ম্মলঃ।
তেন তৎসদৃশং পশ্যেৎ দ্বিধাদৃষ্টির্ব্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২১ ॥
অনেনৈব প্রকারেণ বুদ্ধিভেদো ন সর্ব্বগঃ।
দাতা চ ধীরতামেতি গীয়তে নামকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥
গুরুপ্রজ্ঞাপ্রসাদেন মূর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ।
যস্য সংবুধ্যতে তত্ত্বং বিরক্তো ভবসাগরাৎ ॥ ২৩ ॥

মোহমূর্চ্ছাপ্রদ ভয়ানক এই সংসার-বিষ-বিনাশের একমাত্র ও অব্যর্থ উপায় সহজামৃত ॥ ১৭ ॥

নিরাকার পদার্থ ভাবগম্য অর্থাৎ ভাবনাদ্বারাই জানিতে পারা যায়, সাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর, পরন্তু আত্মা ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত. এ কারণ তাঁহাকে অন্তরাল বলা যায় ॥ ১৮ ॥

এই বিশ্ব বাহ্যভাবাপন্ন, প্রকৃতি অন্তর্ভাবাপন্ন, পরন্তু নারিকেলফলে জল-প্রবেশের ন্যায় আত্মাকে অন্তর হইতেও অন্তর বলিয়া জানিবে ॥ ১৯-২০ ॥

পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র যেমন এক ও অতি নির্ম্মল দেখায়, আত্মাকে তৎসদৃশ দেখিবে ; দ্বিধা—দৃষ্টিবিপর্য্যয়ভাব হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

এই প্রকারে বুদ্ধি স্থির করিবে. বুদ্ধিভেদ হইলে সর্ব্বজ্ঞ হয় না, বুদ্ধি স্থির হইলেই দাতা ও ধীর হয় এবং কোটি নামে তাহার যশঃকীর্ত্তন হয় ॥ ২২ ॥

মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, গুরুপ্রজ্ঞাপ্রসাদে যাঁহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই ভবসাগর হইতে নিস্তার পাইতে পারেন ॥ ২৩ ॥

রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
দৃঢ়বোধশ্চ ধীরশ্চ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥ ২৪॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশে লীয়তে যথা।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি॥ ২৫॥
উক্তেয়ং কর্ম্মমুক্তানাং মতির্যান্তেঽপি সা গতিঃ।
ন চোক্তা যোগ-যুক্তানাং মতির্যান্তেঽপি সা গতিঃ॥ ২৬॥
সা গতিঃ কর্ম্মযুক্তানাং স চ বাগিন্দ্রিয়াদ্বদেৎ।
যোগিনাং যা গতিঃ ক্বাপি হ্যকথা ভবতোদ্ভিতা॥ ২৭॥
এবং জ্ঞাত্বা ত্বমুং মার্গং যোগিনাং নৈব কল্পিতম্।
বিকল্পবর্জ্জনং তেষাং স্বয়ং সিদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ২৮॥
তীর্থে বান্ত্যজগেহে বা যত্র তত্র মৃতোঽপি বা।
ন যোগী পশ্যতে গর্ভং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে॥ ২৯।
সহজমজমচিন্ত্যং যস্ত পশ্যেৎ স্বরূপং,
ঘটতি যদি যথেষ্টং লিপ্যতে নৈব দোষৈঃ।

যিনি রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত, দৃঢ় জ্ঞানসম্পন্ন ও ধীর, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ২৪॥

ঘট ভাঙ্গিলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লয় পায়, দেহাভাবে যোগীও তদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপে লয় পান॥ ২৫॥

কর্ম্মমুক্তদিগের সম্বন্ধে এই গতি কথিত হইয়াছে, অন্তে যাহার যেরূপ মনন থাকে, তাহার সেইরূপ গতিই লাভ হয়, কিন্তু যোগযুক্তদিগের সম্বন্ধে এ কথা কথিত হয় নাই॥ ২৬॥

কর্ম্মযুক্তদিগের গতির কথা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বর্ণনা করা যায়, কিন্তু যোগযুক্তদিগের যে কি গতি, তাহা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না॥ ২৭॥

যোগীদিগের সম্বন্ধে যে অমুক মার্গ আছে, ইহা কল্পনা করা যায় না, বিকল্প-বর্জ্জনই তাঁহাদের গতি এবং তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ॥ ২৮॥

তীর্থেই হউক আর অন্ত্যজগৃহেই হউক, যোগী যথায় তথায় মৃত হউন না কেন, তাঁহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, তিনি পরমব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন॥ ২৯॥

সহজ, অজ, অচিন্ত্য স্বরূপকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহার যদি কোন ইষ্ট-ঘটনা হয়, তাহা হইলে তিনি দোষলিপ্ত হয়েন না অথবা সেই ইষ্টের অভা-

সকৃদপি তদভাবাৎ কর্ম্ম কিঞ্চিন্ন কুর্য্যাৎ,
তদপি ন চ বিবদ্ধঃ সংযমী বা তপস্বী ॥ ৩০ ॥
নিরাময়ং নিষ্প্রতিমং নিরাকৃতিং, নিরাশ্রয়ং নির্বপুষং নিরাশিষম্।
নির্দ্বন্দ্বনির্ম্মোহমলুপ্তশক্তিকং, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩১ ॥
বেদো ন দীক্ষা ন চ মুণ্ডনক্রিয়া, গুরুর্ন শিষ্যো ন চ মন্ত্রসম্পদঃ।
মুদ্রাদিকং চাপি ন যত্র ভাসতে, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩২ ॥
ন শাম্ভবং শক্তিকমানবং ন বা, পিণ্ডঞ্চ রূপঞ্চ পদাদিকং ন বা।
আরম্ভনিষ্পত্তিঘটাদিকঞ্চ নো, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৩ ॥
যস্য স্বরূপাৎ সচরাচরং জগদুৎপদ্যতে তিষ্ঠতি লীয়তেঽপি বা।
পয়োবিকারাদিব ফেনবুদ্বুদাস্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৪ ॥
নাসানিরোধো ন চ দৃষ্টিরাসনং,
বোধোঽপ্যবোধোঽপি ন যত্র ভাসতে।

বেও তিনি কোন কার্য্য করেন না, সংযমী তপস্বিগণ কিছুতেই কর্ম্মবদ্ধ হয়েন না ॥ ৩০ ॥

নিরাময়, অপ্রতিম, নিরাকার, নিরাশ্রয়, অদেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ম্মোহ, অলুপ্তশক্তি, ঈশ, সেই নিত্য আত্মাকেই যোগীরা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩১ ॥

বেদ, দীক্ষা, মুণ্ডনক্রিয়া, গুরু, শিষ্য, মন্ত্রসমূহ, মুদ্রাদি কিছুই যে আত্মস্বরূপের নিকট দীপ্তি পায় না, যোগী সেই ঈশ নিত্য আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥

তিনি শম্ভু বা শক্তিসম্ভূত নহেন, কিংবা রূপ বা পদাদি নহেন, আরম্ভনিষ্পত্তিবিশিষ্ট ঘটাদিও নহেন, যোগিগণ সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

যাঁহার স্বরূপ হইতে এই সচরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থান করিতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে জলবুদ্বুদের ন্যায় লয় পাইবে, যোগিগণ তাঁহাকে শাশ্বত আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

নাসিকা-নিরোধ কিংবা দৃষ্টিসাধন, কি কোন প্রকার আসন, কি উদ্বোধনবিরহিত অন্য কোন সাধন, কোন সাধনই যথায় প্রকাশ পায় না, যথায় নাড়ী-

নাড়ীপ্রচারোঽপি ন যত্র কিঞ্চি-
ত্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥

নানাত্বমেকত্বমুভত্বমন্যতা, অণুত্বদীর্ঘত্বমহত্ত্বশূন্যতা।
মানত্বমেয়ত্বসমত্ববর্জিতং, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৬ ॥

সুসংযমী বা যদি বা ন সংযমী, সুসংগ্রহী বা যদি বা ন সংগ্রহী।
নিষ্কর্ম্মকো বা যদি বা সকর্ম্মকস্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৭ ॥

মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্।
অহংকৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিধৌ নিরোধে পরমাত্মতাং গতে, ন যোগিনশ্চেতসি ভেদবর্জিতে।
শৌচং ন বা শৌচমলিঙ্গভাবনা, সর্ব্বং বিধেয়ং যদি বা নিষিধ্যতে ॥৩৯॥

মনো বাচো যত্র ন শক্তমীরিতুং, নূনং কথং তত্র গুরূপদেশতা।
ইমাং কথামুক্তবতো গুরোস্তৎ,যুক্তস্য তত্ত্বং হি সমং প্রকাশতে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যুপদেশো নামো
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শুদ্ধিরও অধিকার নাই, সাধকগণ তথায় তাঁহাকে শাশ্বত আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

নানাত্ব, একত্ব, উভত্ব, অন্যত্ব, অণুত্ব, দীর্ঘত্ব, মহত্ত্ব, শূন্যত্ব, মানত্ব, মেয়ত্ব এবং সমত্ববর্জ্জিত সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে যোগীরা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

সুসংযমী, অসংযমী, সুসংগ্রহী বা অসংগ্রহী, সকর্ম্মক বা নিষ্কর্ম্মক যথায় যাইতে পারে না, যোগী সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রভূত পঞ্চমহাভূত এবং অহঙ্কারও যথায় যাইতে পারে না,যোগিগণ তাঁহাকে ঈশ শাশ্বত আত্মারূপে প্রাপ্ত হয়েন ॥৩৮॥

বিধির নিরোধে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে যোগীর চিত্তভেদ বর্জ্জিত হয়। তখন শৌচ বা অশৌচ অথবা লিঙ্গরহিত ভাবনা সমুদয়, নিষিদ্ধ বিষয়ও বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যে বিষয় মন ও বাক্য বর্ণন করিতে সক্ষম নয়, সে বিষয়ে গুরূপদেশ কি করিবে ? যে গুরু এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহা হইতেই এই সমতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূত-গীতায় আত্মসংবিত্ত্যুপদেশ-
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অবধূত উবাচ।

গুণবিগুণবিভাগো বর্ত্ততে নৈব কিঞ্চি-
দ্রতিবিরতিবিহীনং নির্ম্মলং নিষ্প্রপঞ্চম্ ।
গুণবিগুণবিহীনং ব্যাপকং বিশ্বরূপং,
কথমিহ বন্দে ব্যোমরূপং শিবং বৈ ॥ ১ ॥
শ্বেতাদিবর্ণরহিতো নিয়তং শিবশ্চ,
কার্য্যং হি কারণমিদং হি পরং শিবশ্চ ।
এবং বিকল্পরহিতোঽমলং শিবশ্চ,
স্বাত্মানমাত্মনি সুমিত্র কথং নমামি ॥ ২ ॥
নির্ম্মূলমূলরহিতো হি সদোদিতোঽহং,
নির্ধূমধূমরহিতো হি সদোদিতোঽহম্ ।
নির্দীপদীপরহিতো হি সদোদিতোঽহং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩ ॥
নিষ্কামকামমিহ নাম কথং বদামি,
নিঃসঙ্গসঙ্গমিহ নাম কথং বদামি ।

অবধূত কহিলেন, গুণ-বিগুণ-বিভাগ তাঁহাতে কিছুই নাই, তিনি রতি-বিরতি-বিহীন, নির্ম্মল, নিষ্প্রপঞ্চ, অতএব সেই গুণ-বিগুণ-বিহীন, ব্যাপক, বিশ্বরূপ, ব্যোমরূপ শিবকে কি প্রকারে এক্ষণে বন্দনা করি ? ১ ॥

হে সুমিত্র ! যিনি নিয়ত শ্বেতাদি বর্ণ-রহিত, কর্ম্ম ও কারণরূপ, যিনি বিকল্প-রহিত, অমল ও শিবস্বরূপ, যাঁহাকে আত্মাতেই আত্ম-রূপে দেখিতে পাইতেছি, সেই শিবস্বরূপকে কি প্রকারে নমস্কার করি ? ২ ॥

আমি নির্ম্মূল, মূলরহিত, সদা প্রকাশরূপ ; আমি নির্ধূম, ধূমরহিত, সদা প্রকাশরূপ , আমি নির্দীপ, দীপরহিত, সদা প্রকাশরূপ ; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩ ॥

নিষ্কামের কামনা আমি এক্ষণে কি প্রকারে বলি ? নিঃসঙ্গের সঙ্গতা

নিঃসারসাররহিতঞ্চ কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতরূপমখিলং হি কথং বদামি,
দ্বৈতস্বরূপমখিলং হি কথং বদামি।
নিত্যং ত্বনিত্যমখিলং হি কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৫ ॥
স্থূলং হি নো ন হি কৃশং ন গতাগতং হি,
আদ্যন্তমধ্যরহিতং ন পরাপরং হি।
সত্যং বদামি খলু বৈ পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৬ ॥
সংবিদ্ধি সর্ব্বকরণানি নভোনিভানি,
সংবিদ্ধি সর্ব্ববিষয়াশ্চ নভোনিভাশ্চ।
সংবিদ্ধি চৈকমমলং ন হি বন্ধমুক্তং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৭ ॥
দুর্ব্বোধবোধগহনো ন ভবামি তাত,
দুর্লক্ষ্যলক্ষ্যগহনো ন ভবামি তাত।
আসন্নরূপগহনো ন ভবামি তাত,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৮ ॥

আমি কি প্রকারে বলি? নিঃসারের সাররহিতত্ব আমি কি প্রকারে বলি? আমি জ্ঞানামৃত, সমরস এবং গগনোপম ॥ ৪ ॥

অখিল অদ্বৈতরূপ আমি কি প্রকারে বলিব, অখিল দ্বৈতস্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি, অখিল নিত্য এবং অনিত্যই বা আমি কি প্রকারে বলি, পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৫ ॥

স্থূল নয়, কৃশ নয়, গতাগত বা আদ্যন্ত রহিত নয়, পরাপরও নয়, পরন্তু সত্য বলিতেছি যে, পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৬ ॥

সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আকাশসদৃশ জানিও, সর্ব্ববিষয়কে আকাশনিভ জানিও, সমুদয়কে এক এবং অমল জানিও, বন্ধমুক্তভাব আমার নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৭ ॥

হে তাত! দুর্ব্বোধ-বোধ গহন নহি, আমি দুর্লক্ষ্যলক্ষ্য সদৃশ নহি, আসন্নরূপ গহনও আমি নই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৮ ॥

নিষ্কর্ম্মকর্ম্মদহনো জ্বলনো ভবামি,
নির্দুঃখদুঃখদহনো জ্বলনো ভবামি।
নির্দেহদেহদহনো জ্বলনো ভবামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৯॥
নিষ্পাপপাপদহনো হি হুতাশনোঽহং,
নির্দ্ধর্ম্মধর্ম্মদহনো হি হুতাশনোঽহম্।
নির্ব্বন্ধবন্ধদহনো হি হুতাশনোঽহং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১০॥
নির্ভাবভাবরহিতো ন ভবামি বৎস,
নির্যোগযোগরহিতো ন ভবামি বৎস।
নিশ্চিত্তচিত্তরহিতো ন ভবামি বৎস,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১১॥
নির্ম্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো,
নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।
নির্লোভলোভপদবীতি ন মে বিকল্পো,
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১২।
সংসারসন্ততিলতা ন চ মে কদাচিৎ,
সন্তোষসন্ততিসুখে ন চ মে কদাচিৎ।

নিষ্কর্ম্ম আত্মার কর্ম্ম দগ্ধ করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ · নির্দুঃখ আত্মার দুঃখ দহন করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ; দেহহীনের দেহ দহন করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ; আমিই জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৯॥

নিষ্পাপ আত্মার পাপদহন করিতে আমিই হুতাশন, নির্দ্ধর্ম্মের ধর্ম্মদহন করিতে আমিই হুতাশন, নির্ব্বন্ধ আত্মার বন্ধদহন করিতে আমিই হুতাশন-স্বরূপ, আমিই জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১০॥

হে বৎস! আমি নির্ভাব, ভাবরহিত, নির্যোগযোগরহিত নহি, নিশ্চিত্ত চিত্তরহিত নহি; পরন্তু জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১১॥

নির্ম্মোহ আত্মার যে মোহভাবপ্রাপ্তি ও বিকল্প, তাহা আমার নাই. নিঃশোক শোকপদবী, এ বিকল্প আমার নাই, নির্লোভী আত্মার লোভপ্রাপ্তি হয়, এ বিকল্প আমার নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥১২॥

আমার কখন সংসার-বিস্তৃতিরূপ লতাজাল নাই, এই বিস্তৃত সুখেও

অজ্ঞানবন্ধনমিদং ন চ মে কদাচিৎ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্। ১৩॥
সংসারসন্ততিরজো ন চ মে বিকারঃ,
সন্তাপসন্ততিতমো ন চ মে বিকারঃ।
সত্ত্বং স্বধর্ম্মজনকং ন চ মে বিকারো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৪॥
সন্তাপদুঃখজনকো ন বিধিঃ কদাচিৎ,
সন্তাপযোগজনিতং ন মনঃ কদাচিৎ।
যস্মাদহংকৃতিরিয়ং ন চ মে কদাচিৎ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৫॥
নিষ্কম্পকম্পনিধনং ন বিকল্পকল্পং,
স্বপ্নপ্রবোধনিধনং ন হিতাহিতং হি।
নিঃসারসারনিধনং ন চরাচরং হি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৬॥
নো বেদ্যবেদকমিদং ন চ হেতুতর্ক্যং,
বাচামগোচরমিদং ন মনো ন বুদ্ধিঃ।

আমার কখন সন্তোষ নাই, এই অজ্ঞানবন্ধনও আমার কখন নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৩॥

সংসার-বিস্তৃতিরূপ রজোবিকার আমার নাই, সন্তাপবিস্তৃতিরূপ তমোবিকার আমার নাই, স্বধর্ম্মজনক সত্ত্ববিকারও আমার নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৪॥

সন্তাপ দুঃখজনক বিধি আমার কখন নাই; আমার মন কখন সন্তাপ পায় নাই। যে হেতু, আমার কখন অহঙ্কার নাই; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৫॥

আমি নিষ্কম্প আত্মার কম্পনাশকারী, কিন্তু বিকল্পের কল্পনা নহি, স্বপ্নের প্রবোধনিধন; পরন্তু হিতের অহিতকারী নহি; নিঃসারের সারনিধন, পরন্তু চরাচর নহি, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৬॥

ইনি বেদ্য বা বেদক নহেন, কার্য্য বা কারণ নহেন, ইনি বাক্যের

এবং কথং হি ভবতঃ কথয়ামি তত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ১৭ ॥
নির্ভিন্নভিন্নরহিতং পরমার্থতত্ত্ব-
মন্তর্ব্বহির্ন হি কথং পরমার্থতত্ত্বম্।
প্রাক্‌সম্ভবং ন চ রতং ন হি বস্তু কিঞ্চিজ-
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ১৮ ॥
রাগাদিদোষরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বং,
দৈবাদিদোষরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বম্।
সংসারশোকরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম ॥ ১৯ ॥
স্থানত্রয়ং যদি চ নেতি কথং তুরীয়ং,
কালত্রয়ং যদি চ নেতি কথং দিশশ্চ।
শান্তং পদং হি পরমং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২০ ॥
দীর্ঘো লঘুঃ পুনরিতীহ ন মে বিভাগো,
বিস্তারসঙ্কটমিতীহ ন মে বিভাগঃ।

অগোচর, মন ও বুদ্ধিরও তাঁহাকে পায় না—এই প্রকার আত্মতত্ত্ব আমি কিরূপে বলিব, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৭ ॥

ইনি নির্ভিন্ন ভেদরহিত পরমার্থতত্ত্ব, ইহার অন্তর্বাহ্য নাই, প্রাক্‌সম্ভবতা নাই, লিপ্ততা নাই, ইহা ব্যতীত আর কিছু বস্তু নাই ইনি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৮ ॥

অহংতত্ত্ব রাগাদি-দোষ-রহিত, দৈবাদি-দোষরহিত, সংসারশোকরহিত অহংতত্ত্ব জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৯ ॥

অহংতত্ত্ব-সম্বন্ধে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থারূপ স্থানত্রয় নাই, তবে তুরীয় কি প্রকারে থাকিবে? অহংতত্ত্ব সম্বন্ধে কালত্রয় নাই, তবে দিক্ সকল কি প্রকারে থাকিবে? পরমার্থতত্ত্ব পরম শান্তিপদস্বরূপ, জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২০।

আমার দীর্ঘত্ব বা লঘুত্ব এ বিভাগ নাই, বিস্তীর্ণত্ব বা সঙ্কীর্ণত্ব এ বিভাগ

কোণং হি বর্ত্তুলমিতীহ ন মে বিভাগো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২১ ॥
মাতাপিতাদি তনয়াদি ন মে কদাচি-
জ্জাতং মৃতং ন চ মনো ন চ মে কদাচিৎ।
নির্ব্ব্যাকুলং স্থিরমিদং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২২ ॥
শুদ্ধং বিশুদ্ধমবিচারমনন্তরূপং,
নির্লেপলেপমবিচারমনন্তরূপম্।
নিঃখণ্ডখণ্ডমবিচারমনন্তরূপং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ কথমত্র সন্তি,
স্বর্গাদয়ো বসতয়ঃ কথমত্র সন্তি।
যদ্যেকরূপমমলং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৪ ॥
নির্নেতি নেতি বিমলো হি কথং বদামি,
নিঃশেষশেষবিমলো হি কথং বদামি।

নাই, কোণত্ব বা বর্ত্তুলত্ব, এ বিভাগও আমাতে নাই, পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২১

আমার মাতা, পিতা, তনয়াদি কখন জন্মে নাই, আমি কখন মৃত হই নাই, আমার কখন মন নাই—এই পরমার্থতত্ত্ব নির্ব্যাকুল ও স্থির, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২২ ॥

আমি শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অবিচার্য্য ও অনন্তরূপ, আমি নির্লেপলেপ, অধিকন্তু অনন্তরূপ, আমি নিঃখণ্ড, খণ্ড, অবিচার্য্য ও অনন্তরূপ; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ কি প্রকারে এই পরমার্থতত্ত্বে থাকিবে? স্বর্গাদি বসতি-সকলও কি প্রকারে এ স্থানে থাকিতে পারে? যদি পরমার্থতত্ত্ব একরূপ ও অমল হয়, তাহা হইলেও আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৪ ॥

আমি নির্নেতি কি নেতি বিমল, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমি নিঃশেষ বা শেষ বিমল, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? আমি নির্লিঙ্গ বা লিঙ্গ

নির্লিঙ্গলিঙ্গবিমলো হি কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৫ ॥
নিষ্কর্ম্মকর্ম্মপরমং সততং করোমি,
নিঃসঙ্গসঙ্গরহিতং পরমং বিনোদম্।
নির্দেহদেহরহিতং সততং বিনোদং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৬ ॥
মায়াপ্রপঞ্চরচনা ন চ মে বিকারঃ,
কৌটিল্যদম্ভরচনা ন চ মে বিকারঃ।
সত্যানৃতেতি রচনা ন চ মে বিকারো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৭ ॥
সন্ধ্যাদিকালরহিতং ন চ মে বিয়োগ,
অন্তঃপ্রবোধরহিতং বধিরো ন মূকঃ।
এবং বিকল্পরহিতং ন চ ভাবশুদ্ধং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৮ ॥
নির্নাথনাথরহিতং হি নিরাকুলং বৈ,
নিশ্চিন্তচিন্তবিগতং হি নিরাকুলং বৈ।

বিমল, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৫ ॥

আমি নিষ্কর্ম্ম, কিন্তু পরমকর্ম্ম সতত করিতেছি, আমি নিঃসঙ্গ অথচ সঙ্গরাহিত্যের বিনোদ উপভোগ করিতেছি। আমি নির্দ্দেহ অথচ দেহ-রহিতের বিনোদ পাইতেছি, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৬ ॥

এই মায়াপ্রপঞ্চরূপ আমার বিকার নাই, কৌটিল্যদম্ভরচনারূপ আমার বিকার নাই, সত্যমিথ্যাদি রচনারূপ আমার বিকার নাই, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৭ ॥

আমি সন্ধ্যাদি কালরহিত, আমার বিয়োগ নাই; আমি অন্তঃপ্রবোধ-রহিত, কিন্তু আমি মূক বা বধির নহি; আমি বিকল্পরহিত, পরন্তু ভাবশুদ্ধ নহি; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৮ ॥

আমি নির্নাথ ও নাথরহিত এবং নিরাকুল; আমি নিশ্চিন্ত ও চিন্তবিগত;

সংবিদ্ধি সর্ব্ববিগতং হি নিরাকুলং বৈ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৯ ॥
কান্তারমন্দিরমিদং হি কথং বদামি,
সংসিদ্ধসংশয়মিদং হি কথং বদামি।
এবং নিরন্তরসমং হি নিরাকুলং বৈ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩০ ॥
নির্জ্জীবজীবরহিতং সততং বিভাতি,
নির্বীজবীজরহিতং সততং বিভাতি।
নির্ব্বাণবন্ধরহিতং সততং বিভাতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩১ ॥
সম্ভূতিবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি,
সংসারবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি।
সংহারবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩২ ॥
উল্লেখমাত্রমপি তে ন চ নামরূপং,
নির্ভিন্নভিন্নমপি তে ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
নির্লজ্জমানস করোসি কথং বিষাদং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৩ ॥

সুতরাং নিরাকুল, আমি সর্ব্ববিগত, সুতরাং নিরাকুল, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৯ ॥

কান্তারমন্দির বা সংসিদ্ধসংশয়ই বা কিরূপে বলি? আমি নিরন্তরসম, নিরাকুল, জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩০ ॥

আমি নির্জীব ও জীবরহিত, ইহাই সতত আমাতে প্রতিভাত হইতেছে আমি নির্বীজ ও বীজরহিত, ইহাই আমাতে প্রতিভাত হয়, আমি নির্ব্বাণ-বন্ধরহিতরূপে প্রতিভাত, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩১ ॥

ইনি সম্ভূতিরহিত, সংসারবর্জ্জিত, সংহারবর্জ্জিত, ইহাই সতত আমার প্রতিভাত হয়, পরন্তু ইনি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩২ ॥

তোমার উল্লেখমাত্র হয়, পরন্তু তোমার নাম বা রূপ নাই, তুমি নির্ভিন্ন তোমা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নাই, তবে নির্লজ্জমনে কেন বিষাদ করিতেছ? পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৩ ॥

কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যুঃ,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মদুঃখম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৪ ॥
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে স্বরূপং,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিরূপম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বয়াংসি,
জ্ঞানামৃতং সমবসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৫ ॥
কিং নাম বোদিষি সখে ন চ তে বয়াংসি,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে মনাংসি।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তবেন্দ্রিয়াণি,
জ্ঞানামৃতং সমবসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৬ ॥
কিং নাম বোদিষি সখে ন চ তেঽস্তি কামঃ,
কিং নাম বোদিষি সখে ন চ তে প্রলোভঃ।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিমোহো,
জ্ঞানামৃতং সমবসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৭ ॥
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে হি ধনানি,
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে হি পত্নী।

সখে! রোদন করিতেছ কেন? জরা বা মৃত্যু নাই সখে! রোদন করিতেছ কেন? জন্মদুঃখ নাই, সখে! রোদন কর কেন? তোমার কোন বিকার নাই পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৪ ॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার স্বরূপ নাই, তোমার বিরূপ নাই, তোমার বয়স নাই, পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৫ ॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার বয়স নাই, মন নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৬ ॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার কোন কামনা নাই, লোভ নাই, বিমোহ নাই, পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৭ ॥

ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে সমেতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৮ ।
লিঙ্গপ্রপঞ্চজনুষী ন চ তে ন মে চ,
নির্লজ্জমানসমিদঞ্চ বিভাতি ভিন্নম্ ।
নির্ভেদভেদরহিতং ন চ তে ন মে চ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৯ ॥
নো বাণুমাত্রমপি তে হি বিরাগরূপং,
নো বাণুমাত্রমপি তে হি সরাগরূপম্ ।
নো বাণুমাত্রমপি তে হি সকামরূপং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৪০ ॥
ধ্যাতা ন তে হি হৃদয়ে ন চ তে সমাধি-
র্ধ্যানং ন তে হি হৃদয়ে ন বহিঃপ্রদেশঃ ।
ধ্যেয়ং ন চেতি হৃদয়ে ন হি বস্তুকালো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৪১ ॥
যৎ সারভূতমখিলং কথিতং ময়া তে,
ন ত্বং নমে ন মহতো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ ।
স্বচ্ছন্দরূপসহজং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৪২ ॥

তুমি ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিতেছ কেন? তোমার ধন নাই, পত্নী নাই, সমকক্ষ নাই, তুমি জ্ঞানমৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গপ্রপঞ্চের উদ্ভব তোমারও নয়, আমারও নয়, ইহা নির্লজ্জমানসে ভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে, নির্ভেদ অথবা ভেদরহিতত্ব, ইহা তোমারও নয়, আমারও নয়, পরন্তু আমরা জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৯ ॥

অণুমাত্রও তোমার বিরাগরূপ নাই, অণুমাত্রও তোমার সরাগরূপ নাই, অণুমাত্রও তোমার সকামরূপ নাই, তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৪০ ॥

তোমার হৃদয়ে ধ্যাতা নাই, ধ্যান নাই, বহিঃপ্রদেশ নাই, ধ্যেয় বস্তু নাই, কিংবা বস্তু বা কাল নাই, তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৪১ ॥

যাহা অখিল সারভূত, তাহা তোমাকে কহিলাম, তুমি আমার বা মহাজনের গুরু বা শিষ্য নহ, পরন্তু তুমি সর্ব্বানন্দরূপ, সহজ, পরমার্থতত্ত্ব এবং জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৪২ ॥

কথমিহ পরমার্থং তত্ত্বমানন্দরূপমং,
কথমিহ পরমার্থং নৈবমানন্দরূপম্।
কথমিহ পরমার্থং জ্ঞানবিজ্ঞানরূপং,
যদি পরমহমেকং বর্ত্ততে ব্যোমরূপম্॥ ৪৩॥
দহনপবনহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং,
অবনিজলবিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানরূপম্।
সমাগমনবিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং,
গগনমিব বিশালং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকম্॥ ৪৪॥
ন শূন্যরূপং ন বিশূন্যরূপং, ন শুদ্ধরূপং ন বিশুদ্ধরূপম্।
রূপং বিরূপং ন ভবামি কিঞ্চিৎ, স্বরূপরূপং পরমার্থতত্ত্বম্॥ ৪৫॥
মুঞ্চ মুঞ্চ হি সংসারং ত্যাগং মুঞ্চ হি সর্ব্বথা।
ত্যাগাত্যাগবিষং শুদ্ধমমৃতং সহজং ধ্রুবম্॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যুপদেশো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

পরমার্থ যে আনন্দরূপ, তাহা কি প্রকারে বলি? পরমার্থ যে আনন্দরূপ নয়, তাহাই বা কি প্রকারে বলি?' পরমার্থ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ তাহাই বা এখানে কিরূপে বলি? যদি এখানে এই স্থির হইল যে, আমি এক ও পরম ব্যোমরূপে বর্ত্তমান আছি॥ ৪৩॥

এক বিজ্ঞানরূপকে দহন ও পবন-হীন বলিয়া জানিও, অবনী ও জলহীন বলিয়া জানিও এবং সমাগমনবিহীন বলিয়া জানিও, বিজ্ঞানরূপকে গগনের ন্যায় বিশাল জানিও॥ ৪৪॥

শূন্য, বিশূন্য, শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ, রূপ বা বিরূপ, এ কিছুই আমি নহি, আমি স্বরূপরূপ, আমি পরমার্থতত্ত্ব॥ ৪৫॥

সংসারকে ত্যাগ কর, ত্যাগকেও সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ কর, ত্যাগা-ত্যাগবিষকে পরিত্যাগ কর এবং শুদ্ধ, অমৃত, সহজ ও ধ্রুব হও॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূত-গীতায় আত্ম-সংবিত্ত্যুপদেশ নামক তৃতীয়াধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ।

নাবাহনং নৈব বিসর্জ্জনং বা, পুষ্পাণি পত্রাণি কথং ভবন্তি।
ধ্যানানি মন্ত্রাণি কথং ভবন্তি, সমাসমং চৈব শিবার্চ্চনঞ্চ ॥ ১ ॥

ন কেবলং বন্ধবিবন্ধমুক্তো, ন কেবলং শুদ্ধবিশুদ্ধমুক্তঃ।
ন কেবলং যোগবিয়োগমুক্তঃ, স বৈ বিমুক্তো গগনোপমোঽহম্ ॥ ২ ॥

সঞ্জায়তে সর্ব্বমিদং হি তথ্যং, সঞ্জায়তে সর্ব্বমিদং বিতথ্যম্।
এবং বিকল্পো মম নৈব জাতঃ, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৩ ॥

ন সাঞ্জনং চৈব নিরঞ্জনং বা, ন চান্তরং বাপি নিরন্তরং বা।
অন্তর্ব্বিভিন্নং ন হি মে বিভাতি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৪ ॥

অবোধবোধো মম নৈব জাতো, বোধস্বরূপং মম নৈব জাতম্।
নির্ব্বোধবোধঞ্চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৫ ॥

ন ধর্ম্মযুক্তো ন চ পাপযুক্তো, ন বন্ধযুক্তো ন চ মোক্ষযুক্তঃ।
যুক্তং ত্বযুক্তং ন চ মে বিভাতি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৬ ॥

পরাপরং বা ন চ মে কদাচিন্ন মধ্যস্থভাবো হি ন চাবিমিশ্রঃ।
হিতাহিতং চাপি কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদত্ত কহিলেন, আমার আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই, পুষ্পপত্রে কি হইবে? ধ্যান বা মন্ত্রে কি হইবে? শিবার্চ্চন সমাসমস্বরূপ ॥ ১ ॥

কেবল বদ্ধ নহেন, পরন্তু বিবন্ধমুক্ত, কেবল শুদ্ধ নহেন, পরন্তু বিশুদ্ধমুক্ত, কেবল যুক্ত নহেন, পরন্তু বিয়োগমুক্ত, আমি সেই বিমুক্ত গগনোপম ॥ ২ ॥

এই সমুদয় তথ্য বা বিতথ্য, এইরূপ সন্দেহ আমার জন্মে না, আমি স্বরূপ নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৩ ॥

সাঞ্জন বা নিরঞ্জন, অন্তর বা নিরন্তর অথবা অন্তর্বিভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয় না, পরন্তু আমি স্বরূপ নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৪ ॥

আমার অবোধ-বোধ জন্মায় না, বোধস্বরূপও আমার জন্মায় নাই, নির্ব্বোধ-বোধই বা কি প্রকারে বলি পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৫ ॥

আমি ধর্ম্মযুক্ত বা পাপযুক্ত, বন্ধযুক্ত বা মোক্ষযুক্ত, যুক্ত বা অযুক্ত, স্বরূপ এ সব কিছুই আমার প্রতিভাত হয় না, আমি স্বরূপ, নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৬ ॥

আমার কখন পর বা অপর নাই, মধ্যস্থভাব বা আমি বা অবিমিশ্রভাব নাই, হিতাহিতভাবই বা কিরূপে বলি? আমি স্বরূপনির্ব্বাণ অনাময় ॥ ৭ ॥

নোপাসকো নৈবমুপাস্যরূপং, ন চোপদেশো ন চ মে ক্রিয়া চ ।
সংবিৎস্বরূপং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৮ ॥
নো ব্যাপকং ব্যাপ্যমিহাস্তি কিঞ্চিন্ন চালয়ং বাপি নিরালয়ং বা।
অশূন্যশূন্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৯ ॥
ন গ্রাহকো গ্রাহ্যকমেব কিঞ্চিন্ন কারণং বা মম নৈব কার্য্যম্।
অচিন্ত্যচিন্ত্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম ॥ ১০ ॥
ন ভেদকং বাপি ন চৈব ভেদ্যং, ন বেদকং বা মম নৈব বেদ্যম্।
গতাগতং তাত কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১১ ॥
ন চাস্তি দেহো ন চ মে বিদেহো, বুদ্ধির্ম্মনো মে ন হি চেন্দ্রিয়াণি।
রাগো বিরাগশ্চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১২ ॥
উল্লেখমাত্রং ন হি ভিন্নমুচ্চৈকল্লেখমাত্রং ন তিরোহিতং বৈ।
সমাসমং মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৩ ॥

উপাসক বা উপাস্যরূপ আমার নাই, উপদেশ বা ক্রিয়া আমার নাই, সংবিৎস্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৮ ॥

স্বরূপে ব্যাপক-ব্যাপ্য কিছুই নাই, আলয় বা নিরালয় কিছুই নাই, অশূন্য-শূন্যস্বরূপই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৯ ॥

স্বরূপে গ্রাহক-গ্রাহ্যক-ভাব নাই, কার্য্য-কারণ-ভাব নাই, অচিন্ত্য চিন্ত্য-স্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১০ ॥

ভেদক বা ভেদ্য, বেদক বা বেদ্য, এ সব আমার কিছুই নাই, তাত! আমার স্বরূপকে গতাগতই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ, নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১১ ॥

আমার দেহ নাই, বিদেহও নাই, বুদ্ধি, মন বা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, রাগ বা বিরাগ আমার স্বরূপ, ইহাই বা কি প্রকারে বলি পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময়? ॥ ১২ ॥

তিনি কেবল উল্লেখমাত্র নহেন, উল্লেখমাত্র হইতে তিনি ভিন্ন, উচ্চ উল্লেখমাত্রে তিনি তিরোহিত হন না, মিত্র! সমাসমস্বরূপ আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয়োঽহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ো বা, ন সংযমো মে নিয়মো ন জাতঃ।
জয়াজয়ৌ মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৪ ॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তির্ন চ মে কদাচিদাদ্যন্তমধ্যং ন চ মে কদাচিৎ।
বলাবলং মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৫ ॥
মৃতামৃতং বাপি বিষাবিষং চ, সঞ্জায়তে তাত ন মে কদাচিৎ।
অশুদ্ধশুদ্ধং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৬ ॥
স্বপ্নঃ প্রবোধো ন চ যোগমুদ্রা, নক্তং দিবা বাপি ন মে কদাচিৎ।
অতুর্য্যতুর্য্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৭॥
সংবিদ্ধি মাং সর্ব্ববিসর্ব্বমুক্তং, মায়া বিমায়া ন চ মে কদাচিৎ।
সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৮ ॥
সংবিদ্ধি মাং সর্ব্বসমাধিমুক্তং, সংবিদ্ধি মাং লক্ষ্যবিলক্ষ্যমুক্তম্।
যোগং বিয়োগং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৯ ॥

মিত্র! আমি জিতেন্দ্রিয় বা অজিতেন্দ্রিয়, সংযত বা নিযত, জয় বা অজয়-স্বরূপ, তাহা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৪ ॥

অমূর্ত্তের মূর্ত্তি কদাচ নাই, আদ্যন্ত ও মধ্যও আমার কখন নাই; হে মিত্র! বলাবল আমার স্বরূপ, ইহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৫ ॥

মৃতামৃত বা বিষাবিষ কখন আমার হয় নাই, অশুদ্ধ বা শুদ্ধ ইহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৬ ॥

স্বপ্ন, আমার প্রবোধ বা যোগমুদ্রা, দিবা বা রাত্রি কিছুই নাই, অতুরীয় বা তুরীয়ভাব, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৭ ॥

আমাকে সর্ব্ব-বিসর্ব্ব-মুক্ত বলিয়া জানিও, মায়া বা বিমায়ামুক্ত বলিয়া জানিও, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৮ ॥

আমাকে সর্ব্বসমাধিমুক্ত বলিয়া জানিও, আমাকে লক্ষ্য-বিলক্ষ্য-মুক্ত বলিয়া জানিও, যোগ বা বিয়োগ যে আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৯ ॥

মূর্খোঽপি নাহং ন চ পণ্ডিতোঽহং,
মৌনং বিমৌনং ন চ মে কদাচিৎ।
তর্ক বিতর্কং চ কথং বদামি,
স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২০ ॥

পিতা চ মাতা চ কুলং চ জাতির্জন্মাদি মৃত্যুর্ন চ মে কদাচিৎ।
স্নেহং বিমোহং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২১ ॥

অস্তঙ্গতো নৈব সদোদিতোঽহং,
তেজো বিতেজো ন চ মে কদাচিৎ।
সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কথং বদামি,
স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২২ ॥

অসংশয়ং বিদ্ধি নিরাকুলং মামসংশয়ং বিদ্ধি নিরন্তরং মাম্।
অসংশয়ং বিদ্ধি নিরঞ্জনং মাং, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২৩ ॥

ধ্যানানি সর্ব্বাণি পরিত্যজন্তি, শুভাশুভং কর্ম্ম পরিত্যজন্তি।
ত্যাগামৃতং তাত পিবন্তি ধীরাঃ, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২৪ ॥

আমি মূর্খও নহি, পণ্ডিতও নহি, মৌন বা বিমৌন নহি, তর্ক বা বিতর্ক আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২০ ॥

আমার পিতা, মাতা, কুল, জাতি, জন্মাদি-মৃত্যু,—এ সব কিছুই নাই, স্নেহ বা বিমোহ আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২১ ॥

আমি অস্তগত নহি, পরন্তু সদা উদিত, তেজ বা বিতেজ আমার কখনও নাই, স্বরূপ যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২২ ॥

আমাকে নিরাকুল বলিয়া নিশ্চয় জানিও, আমাকে নিরন্তর বলিয়া নিশ্চয় জানিও, আমাকে নিরঞ্জন বলিয়া নিশ্চয় জানিও, পরন্তু আমি স্বরূপ নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২৩ ॥

হে তাত! ধীরগণ সমুদয় ধ্যান পরিত্যাগ করেন, শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বরূপ হইয়া ত্যাগামৃত পান করিতে থাকেন; পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২৪ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে স্বরূপনির্ণয়ো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদত্ত উবাচ।

ওমিতি গদিতং গগনসমং, তন্ন পরাপরসারবিচার ইতি।
অবিলাসবিলাসনিরাকরণং, কথমক্ষরবিন্দুসমুচ্চরণম্ ॥ ১ ॥
ইতি তত্ত্বমসিপ্রভৃতিশ্রুতিভিঃ, প্রতিপাদিতমাত্মনি তত্ত্বমসি।
ত্বমুপাধিবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২ ॥
অধ-ঊর্দ্ধ-বিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, বহিরন্তরবর্জ্জিতসর্ব্বসমম্।
যদি চৈকবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৩ ॥

যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় সমরসমগ্ন, ভাবপবিত্র, পরমাবধূতত্ত্ব প্রলাপ করেন না ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূত-গীতায় স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশ-স্বরূপনির্ণয় নামক চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীদত্ত কহিলেন, ওঙ্কারকে গগনসমতুল্য বলা হইয়াছে, তাহা পরাপর-সারবিচার নহে। অক্ষর বিন্দু-উচ্চারণমাত্রে অবিলাস-বিলাসের কি প্রকারে নিরাকরণ হইবে? ১ ॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আত্মাকে তত্ত্বমসিরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ত্বং অর্থাৎ তুমি পদার্থ উপাধিবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বসম, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২ ॥

অধঃ নাই, ঊর্দ্ধ নাই, সকলই সমান,—বহিঃ নাই, অন্তর নাই, সকলই সমান,—যদিচ একও বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বসমান হয়, তবে সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩ ॥

ন হি কল্পিতকল্পবিচার ইতি, ন হি কারণকার্য্যবিচার ইতি।
পদসন্ধিবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৪॥
ন হি বোধবিবোধসমাধিরিতি, ন হি দেশবিদেশসমাধিরিতি।
ন হি কালবিকালসমাধিরিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৫।
ন হি কুম্ভনভো ন হি কুম্ভ ইতি, ন হি জীববপুর্ন হি জীব ইতি।
ন হি কারণকার্য্যবিভাগ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৬॥
ইহ সর্ব্বনিরন্তরমোক্ষপদং, লঘ্বদীর্ঘবিচারবিহীন ইতি।
ন হি বর্ত্তুলকোণবিভাগ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৭॥
ইহ শূন্যবিশূন্যবিহীন ইতি, শুদ্ধবিশুদ্ধবিহীন ইতি।
ইহ সর্ব্ববিসর্ব্ববিহীন ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৮॥
ন হি ভিন্নবিভিন্নবিচার ইতি, বহিরন্তরসন্ধিবিচার ইতি।
অরিমিত্রবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৯॥

ইহা কল্পিত-কল্পনা বিচার নহে, কার্য্যকারণের বিচার নহে, ইহা পদ-সন্ধিবিবর্জ্জিত, সর্ব্বসমভাব, তুমি সর্ব্বসম হইয়া তবে কি জন্য মনে মনে রোদন করিতেছ? ৪॥

ইহা বোধ বা বিবোধের সমাধি নহে, দেশ বা বিদেশের সমাধি নহে, কাল বা বিকালের সমাধি নহে, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ৫।

ইহা ঘটাকাশ বা ঘট নহে, জীবশিব বা জীব নহে, ইহা কারণ বা কার্য্যের বিভাগ নহে তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৬॥

ইহা লঘ্বদীর্ঘ-বিচারহীন, বর্ত্তুল কোণ-বিভাগ-হীন, সর্ব্বনিরন্তর-মোক্ষ-পদ অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৭॥

এই সর্ব্বসমভাব শূন্যাশূন্য, শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ-হীন ইহা সর্ব্ববিসর্গ চার-বিহীন, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৮॥

ইহাতে ভিন্ন বিভিন্ন বিচার নাই, বহিঃ বা অন্তর-সন্ধির বিচার নাই, ইহা শত্রু-মিত্র-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বসমভাব, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ৯।

ন হি শিষ্যবিশিষ্যস্বরূপ ইতি, ন চরাচরভেদবিচার ইতি।
ইহ সর্ব্বনিরন্তরমোক্ষপদং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১০ ॥
নন্থ রূপবিরূপবিহীন ইতি, নন্থ ভিন্নবিভিন্নবিহান ইতি।
নন্থ সর্গবিসর্গবিহীন ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১১ ॥
ন গুণাগুণপাশনিবদ্ধ ইতি, মৃতজীবনকর্ম্ম করোমি কথম্।
ইতি শুদ্ধনিরঞ্জনং সর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১২ ॥
ইহ ভাববিভাববিহীন ইতি, ইহ কামবিকামবিহীন ইতি।
ইহ বোধতমং খলু মোক্ষসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১৩।
ইহ তত্ত্বনিরন্তরতত্ত্বমিতি, ন হি সন্ধিবিসন্ধিবিহীন ইতি।
যদি সর্ব্ববিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১৪ ॥
অনিকেতকুটীপরিবারসমং, ইহ সঙ্গবিসঙ্গবিহানপরম্।
ইহ বোধবিবোধবিহীনপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১৫ ॥
অবিকারবিকারমসত্যমিতি, অবিলক্ষবিলক্ষমসত্যমিতি।
যদি কেবলমাত্মনি সত্যমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১৬।

ইহাতে শিষ্য-বিশিষ্য নাই, চরাচর-ভেদ-বিচার নাই, সর্ব্বসমভাবে সর্ব্বনিরন্তর মোক্ষপদ আছে, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১০॥

ইহা রূপবিরূপ-হীন, ভিন্ন-বিভিন্ন-বিচার-বিহীন, ইহা সর্গ-বিসর্গ-বিহীন; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১১॥

ইহা গুণাগুণ-পাশনিবদ্ধ নয়, মৃত বা জীবিত-বিচার নয়, ইহা শুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্ব্বসমতত্ত্ব; সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১২॥

সর্ব্বসমস্বরূপে ভাববিভাব নাই, কাম-বিকাম নাই, ইহা বোধতম ও মোক্ষসম; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৩॥

ইহাতে তত্ত্ব বা নিরন্তরতত্ত্ব নাই, সন্ধি-বিসন্ধি নাই, ইহা যদি সর্ব্ব-বিবর্জ্জিত, তবে সর্ব্বসম হইয়া তুমি মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৪॥

ইহাতে আলয় ও নিরালয় বা পরিবার নাই, ইহাতে সঙ্গ-বিসঙ্গ নাই, ইহাতে বোধ-বিবোধ নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ১৫॥

অবিকার বা বিকার এ সব অসত্য, অবিলক্ষণ বা বিলক্ষণ এ সব অসত্য,

ইহ সর্ব্বতমং খলু জীব ইতি, ইহ সর্ব্বনিরন্তরজীব ইতি।
ইহ কেবলনিশ্চলজীব ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৭॥
অবিবেকবিবেকমবোধ ইতি, অবিকল্পবিকল্পমবোধ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরবোধ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৮॥
ন হি মোক্ষপদং ন হি বন্ধপদং, ন হি পুণ্যপদং ন হি পাপপদম্।
ন হি পূর্ণপদং ন হি রিক্তপদং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৯॥
যদি বর্ণবিবর্ণবিহীনসমং, যদি কারণকার্য্যবিহীনসমম্।
যদি ভেদবিভেদবিহীনসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২০॥
ইহ সর্ব্বনিরন্তরসর্ব্বচিতে, ইহ কেবলনিশ্চলসর্ব্বচিতে।
দ্বিপদাদিবিবর্জ্জিতসর্ব্বচিতে, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২১॥
অতিসর্ব্বনিরন্তরসর্ব্বগতং, রতিনির্ম্মলনিশ্চলসর্ব্বগতম্।
দিনরাত্রিবিবর্জ্জিতসর্ব্বগতং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২২॥

যদি কেবল আত্মাই সত্য, ইহা স্থির হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৬॥

ইহাতে সর্ব্বতম জীব আছে; ইহাতে সর্ব্বনিরন্তর জীব আছে, ইহাতে কেবল নিশ্চল জীব আছে; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৭॥

অবিবেক বা বিবেক, ইহা অবোধমাত্র; অবিকল্প বা বিকল্প, ইহা অজ্ঞান-মাত্র; যদি সর্ব্বসমতত্ত্ব এক ও নিরন্তর বোধমাত্র হইলেন, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৮॥

ইহাতে মোক্ষবন্ধ, পুণ্য বা পাপ, পূর্ণতা বা রিক্ততা কিছুই নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৯॥

সমতত্ত্ব যদি বর্ণ-বিহীন, কারণকার্য্যবিহীন, ভেদবিভেদবিহীন হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২০॥

এই তত্ত্ব সর্ব্বনিরন্তর, সর্ব্বচৈতন্যজাগরূক, কেবল নিশ্চলভাবে সর্ব্ব-চৈতন্যে আছে এবং দ্বিপদাদিবিবর্জ্জিত সকলেরই চৈতন্যে আছে; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২১॥

এই তত্ত্ব নিরন্তর সর্ব্বগত আছে, রতি নির্ম্মল ও নিশ্চল হইয়া সর্ব্বগত আছে, দিন-রাত্রি-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বগত আছে, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২২॥

ন হি বন্ধবিবন্ধসমাগমনং, ন হি যোগবিয়োগসমাগমনম্।
ন হি তর্কবিতর্কসমাগমনং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৩ ॥
ইহ কালবিকালনিরাকরণং, অণুমাত্রকৃশানুনিরাকরণম্।
ন হি কেবলসত্যনিরাকরণং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৪ ॥
ইহ দেহবিদেহবিহীন ইতি, নমু স্বপ্নসুষুপ্তিবিহীনপরম্।
অভিধানবিধানবিহীনপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৫ ॥
গগনোপমশুদ্ধবিশালসমং, অতিসর্ব্ববিবর্জ্জিতসর্ব্বসমম্।
গতসারবিসারবিকারসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৬ ॥
ইহ ধর্ম্মবিধর্ম্মবিরাগতরং, ইহ বস্তুবিবস্তুবিরাগতরম্।
ইহ কামবিকামবিরাগতরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৭ ॥
সুখদুঃখবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, ইহ শোকবিশোকবিহীনপরম্।
গুরুশিষ্যবিবর্জ্জিততত্ত্বপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৮ ॥
ন কিলাঙ্কুরসারবিসার ইতি, ন চলাচলসাম্যবিসাম্যমিতি।
অবিচারবিচারবিহীনমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৯ ।

এই তত্ত্বে বন্ধ-বিবন্ধের সমাগম নাই, যোগবিয়োগের সমাগম নাই, তর্ক-বিতর্কের সমাগম নাই, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৩ ॥

এই তত্ত্বে কাল-বিকাল নিরাকৃত হয়, অণুমাত্র পদার্থও নিরাকৃত হয়, কেবল সত্যের নিরাকরণ হয় না, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৪ ॥

ইহাতে দেহ-বিদেহ নাই, স্বপ্ন-সুষুপ্তি নাই, অভিধান বা বিধান নাই, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৫ ॥

এই সমতত্ত্ব গগনোপম বিশাল, সর্ব্ববর্জ্জিত, বিগতসার, বিসার ও বিগত-বিকার, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৬।

ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মে বিরাগ হয়, বস্তু-বিবস্তুতে বিরাগ হয়, কাম-বিকামে বিরাগ হয়, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৭॥

ইহা সর্ব্বসমতত্ত্ব, সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিত, শোক-বিশোকবিহীন, গুরু-শিষ্য-বিবর্জ্জিত পরমতত্ত্ব; তবে সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৮।

ইহাতে সারবিসারের অঙ্কুরমাত্রও নাই, চলাচল, সাম্য-

ইহ সারসমুচ্চয়সারমিতি, কথিতং নিজভাববিভেদ ইতি।
বিষয়ে করণত্বমসত্যমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৩০ ॥
বহুধা শ্রুতয়ঃ প্রবদন্তি যতো, বিয়দাদিরিদং মৃগতোয়সমম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৩১ ॥
বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
আত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সমদৃষ্টিকথনং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বা বৈষম্য, অবিচার বা বিচার কোন ভেদ নাই, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৯ ॥

ইহাতে সারসমুচ্চয়ের সার আছে, নিজ ভাবের বিভেদবশতঃ এই তত্ত্ব কথিত হইল, পার্থিব বিষয়ে যাহা কিছু করা যায়, সমুদয়ই অসত্য, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩০ ॥

বহুশ্রুতিতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আকাশাদি সমুদয় দৃশ্যজাতই মরীচিভ্রমমাত্র, অতএব যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বসম হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩১ ॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় তথায় সমরসমগ্ন, ধ্যানপূত, পরমাবধূত তত্ত্ব প্রলাপ করেন না ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূতগীতান্তর্গত সমদৃষ্টিকথন
নামক পঞ্চমাধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীদত্ত উবাচ ।

বহুধা শ্রুতয়ঃ প্রবদন্তি স্বয়ং, বিয়দাদিরিদং মৃগতোয়সমম্ ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমুপমেয়মথো হ্যুপমা চ কথম্ ॥ ১ ॥
অবিভক্তিবিভক্তিবিহীনপরং, নন্থ কার্য্যবিকার্য্যবিহীনপরম্ ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, যজনঞ্চ কথং তপনঞ্চ কথম্ ॥ ২ ॥
মন এব নিরন্তরসর্ব্বগতং, হ্যবিশালবিশালবিহীনপরম্ ।
মন এব নিরন্তরসর্ব্বশিবং, মনসাপি কথং বচসা চ কথম্ ॥ ৩ ॥
দিনরাত্রিবিভেদনিরাকরণমুদিতানুদিতস্য নিরাকরণম্ ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, রবিচন্দ্রমসৌ জলনশ্চ কথম্ ॥ ৪ ॥
গতকামবিকামবিভেদ ইতি, গতচেষ্টবিচেষ্টবিভেদ ইতি ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বহিরন্তরভিন্নমতিশ্চ কথম্ ॥ ৫ ॥
যদি সারবিসারবিহীন ইতি, যদি শূন্যবিশূন্যবিহীন ইতি ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, প্রথমঞ্চ কথং চরমঞ্চ কথম্ ॥ ৬ ॥

অনেক শ্রুতি বলেন যে, আকাশাদি এই সমস্ত জগৎ মরীচিকামাত্র . যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব উপমেয় হন, তবে তাঁহার উপমা কোথায় ? ১ ॥

তিনি অবিভক্তি-বিভক্তি-বিহীন পরমপদার্থ, তিনি কার্য্যবিকার্য্যবিহীন পরমপদার্থ, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে যজনই বা কি প্রকারে সম্ভবে, তপস্যাই বা কি প্রকারে সম্ভবে ? ২ ॥

মনই নিরন্তর সর্ব্বগত, মনই অবিশাল এবং বিশালতা-বিহীন, মনই নিরন্তর সর্ব্বশিবময়. মন যদি এরূপ হইলেন, তবে মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহার কি প্রকারে অর্চ্চনা হইবে ? ৩ ॥

যদি সেই সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে দিন-রাত্রি-বিভেদ, অথবা উদিত অনুদিত-ভেদ নিরাকৃত হয়, রবি-চন্দ্রমা অথবা অগ্নিই বা কি প্রকারে সম্ভবে ? ৪ ॥

যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব ইহা সত্য হয়, তবে কাম-বিকামবিভেদ বা চেষ্টা-বিচেষ্টা-বিভেদ নষ্ট হইয়া যায় ; বহিঃ বা অন্তর, এইরূপ ভিন্ন বোধই বা কি প্রকারে থাকিবে ? ৫ ॥

যদি সারবিসার, শূন্য-বিশূন্য এ সব কিছুই নয়, যদি এক ও নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য হয়েন, তবে প্রথম বা চরম কি প্রকারে সম্ভবে ? ৬ ॥

যদি ভেদবিভেদনিরাকরণং, যদি বেদকবেদ্যনিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, তৃতীয়ঞ্চ কথং তুরীয়ঞ্চ কথম্ ॥ ৭ ॥
গদিতাগদিতং ন হি সত্যমিতি, বিদিতাবিদিতং ন হি সত্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বিষয়েন্দ্রিয়বুদ্ধমনাংসি কথম্ ॥ ৮ ॥
গগনং পবনো ন হি সত্যমিতি, ধরণী দহনো ন হি সত্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, জলদশ্চ কথং সলিলঞ্চ কথম্ ॥ ৯ ॥
যদি কল্পিতলোকনিরাকরণং, যদি কল্পিতদেবনিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, গুণদোষবিচারমতিশ্চ কথম্ ॥ ১০ ॥
মরণামরণং হি নিরাকরণং, করণাকরণং হি নিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, গমনাগমনং হি কথং বদতি ॥ ১১ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষো ন হি ভেদ ইতি, ন হি কারণকার্য্যবিভেদ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, পুরুষাপুরুষং চ কথং বদতি ॥ ১২ ॥
তৃতীয়ং ন হি দুঃখসমাগমনং, ন গুণাদ্দ্বিতীয়স্য সমাগমনম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, স্থবিরশ্চ যুবা চ শিশুশ্চ কথম্ ॥ ১৩ ॥

যদি ভেদ-বিভেদ নিরাকৃত হইল, বেদক বেদ্য নিরাকৃত হইল, যদি এক ও নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় অথবা তুরীয়াবস্থা কিরূপে সম্ভবে ? ৭ ॥

কথিতাকথিত সত্য নয়, বিদিতাবিদিত বিষয় সত্য নয়, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কোথায় থাকে ? ৮ ॥

আকাশ বা বায়ু সত্য নহে, অগ্নি বা পৃথিবী সত্য নহে, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিবই সত্য, তবে মেঘই বা কোথায় আর জলই বা কোথায় ? ৯ ॥

যদি কল্পিত লোক সকল মিথ্যা স্থিরীকৃত হইল, যদি কল্পিত দেব-লোক মিথ্যা স্থিরীকৃত হইল, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে গুণদোষবিচার-বুদ্ধিই বা কি প্রকারে সম্ভবে ? ১০ ॥

যদি মরণামরণ, করণাকরণ নিরাকৃত হইল, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে গমনাগমনের কথাই বা বল কেন ? ১১ ॥

পুরুষপ্রকৃতিতে ভেদ নাই, কার্য্যকারণে ভেদ নাই, ইহা যদি স্থির-সিদ্ধান্ত হইল, যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে পুরুষাপুরুষের কথা বল কেন ? ১২ ॥

যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর সত্য, তবে দ্বিতীয় গুণসমাগম বা তৃতীয় দুঃখ-সমাগম নাই। তবে আবার ইনি স্থবির, ইনি যুবা ও ইনি শিশু কেন বল ? ১৩ ॥

নন্থ আশ্রমবর্ণবিহীনপরং, নন্থ কারণকর্ত্তৃবিহীনপরম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, অবিনষ্টবিনষ্টমতিশ্চ কথম্ ॥ ১৪ ॥
গ্রসিতাগ্রসিতং চ বিতথ্যমিতি, জনিতাজনিতং চ বিতথ্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, অবিনাশি বিনাশি কথং হি ভবেৎ ॥ ১৫।
পুরুষাপুরুষস্ত বিনষ্টমিতি, বনিতাবনিতস্ত বিনষ্টমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমবিনোদবিনোদমতিশ্চ কথম্ ॥ ১৬ ॥
যদি মোহবিষাদবিহীনপরো, যদি সংশয়শোকবিহীনপরঃ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমহমেতি মমেতি কথং চ পুনঃ ॥ ১৭ ॥
নন্থ ধর্ম্মবিধর্ম্মবিনাশ ইতি, নন্থ বন্ধবিবন্ধবিনাশ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমিহ দুঃখবিদুঃখমতিশ্চ কথম্ ॥ ১৮ ॥
ন হি যাজ্ঞিকযজ্ঞবিভাগ ইতি, ন হুতাশনবস্তুবিভাগ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বদ কর্ম্মফলানি ভবন্তি কথম্ ॥ ১৯ ॥
নন্থ শোকবিশোকবিমুক্ত ইতি, নন্থ দর্পবিদর্পবিমুক্ত ইতি।
যদি চৈকনিরন্তবসর্ব্বশিবং, নন্থ রাগবিরাগমতিশ্চ কথম্ ॥ ২০।

যদি সেই পরতত্ত্ব আশ্রম ও বর্ণবিহীন, কারণ ও কর্ত্তৃবিহীন হইল, যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে অবিনষ্ট বা বিনষ্টবুদ্ধি কেন জন্মায়? ১৪ ॥

যদি গ্রসিত বা অগ্রসিত, জনিত বা অজনিত ইহাই প্রকৃত, যদি এক নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে অবিনাশী বা বিনাশী কি প্রকারে হইতে পারে? ১৫ ॥

পুরুষাপুরুষ ও বনিতাবনিত যদি নিরাকৃত হইল, যদি এক, নিরন্তর, সর্ব্বশিব সত্য, তবে সুখদুঃখবুদ্ধি কোথা হইতে আইসে? ১৬ ॥

যদি সেই পরতত্ত্ব মোহবিষাদ অথবা সংশয়-শোক-বিহীন হইলেন, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে আমি ও আমার ইত্যাদি জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবে? ১৭ ॥

যদি ধর্ম্ম-বিধর্ম্ম ও বন্ধ-বিবন্ধ বিনষ্ট হইল, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর, তবে দুঃখবিদুঃখবুদ্ধি হয় কেন? ১৮ ॥

যাজ্ঞিক কার্য্য বা যজ্ঞবিভাগ নাই, হুতাশন-বস্তুবিভাগও নাই, যদি এক, নিরন্তর, সর্ব্বশিব সত্য, তবে কর্ম্মফল সকল কোথা হইতে আইসে বল? ১৯ ॥

যদি সেই পরতত্ত্ব শোকবিশোক ও দর্পবিদর্পমুক্ত নিশ্চয়, যদি সর্ব্বশিব এক, নিরন্তর সত্য, তবে রাগবিরাগমতি কোথা হইতে আইসে? ২০ ॥

ন হি মোহবিমোহবিকার ইতি, ন হি লোভবিলোভবিকার ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবঃ, ত্বয়ি বিবেকবিবেকমতিশ্চ কথম্ ॥ ২১ ॥
ত্বমহং ন হি হন্ত কদাচিদপি, কুলজাতিবিচারমসত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২২ ॥
গুরুশিষ্যবিচারবিশীর্ণ ইতি, উপদেশবিচারবিশীর্ণ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২৩ ॥
ন হি কল্পিতদেহবিভাগ ইতি, ন হি কল্পিতলোকবিভাগ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২৪ ॥
সরজো বিরজো ন কদাচিদপি, নমু নির্ম্মলনিশ্চলশুদ্ধ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২৫ ॥
ন হি দেহবিদেহবিকল্প ইতি, অনৃতং চরিতং ন হি সত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২৬ ॥

মোহ-বিমোহ-বিকার নাই, লোভ-বিলোভ-বিকার নাই, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর, তবে অবিবেক বা বিবেকবুদ্ধি কোথা হইতে আইসে ? ২১ ॥

তুমি কি আমি কদাচিৎও সত্য হইতে পারি না, কুলজাতিবিচারও সত্য হইতে পারে না, কেবল আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ সত্য, অতএব এ স্থলে কি প্রকারে তাঁহার অভিবাদন করি ? ২২ ॥

গুরু-শিষ্য-বিচার নিরস্ত হইল, উপদেশবিচার নিরস্ত হইল, আমিই শিব, এই পরমার্থ প্রতিপন্ন হইল, অতএব এখানে আমি তাঁহাকে কি প্রকারে অভিবাদন করি ? ২৩ ॥

কল্পিত দেহ-বিভাগ নাই, কল্পিত লোক-বিভাগও নাই, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ ; তবে আমি কি প্রকারে অভিবাদন করি ? ২৪ ॥

সরাগ বা বিরাগ কদাচিৎ নাই, সেই পরতত্ত্ব নিশ্চয়ই নির্ম্মল, নিশ্চল ও শুদ্ধ, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ. আমি এখানে কি করিয়া সেই শিবকে অভিবাদন করি ? ২৫ ॥

দেব-বিদেহ-বিকল্পনা নাই, মিথ্যাচরিতও কিছুই নাই, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ ; আমি এখানে কি করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করি ? ২৬ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র ।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে আত্মসংবিত্ত্যুপদেশে মোক্ষনির্ণয়ো নাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীদত্ত উবাচ ।

বথ্যাকর্পটবিরচিতকন্থঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ ।
শূন্যাগারে তিষ্ঠতি নগ্নো, শুদ্ধনিরঞ্জনসমরসমগ্নঃ ॥ ১ ॥
লক্ষ্যালক্ষ্যবিবর্জ্জিতলক্ষ্যো, যুক্তাযুক্তবিবর্জ্জিতদক্ষঃ
কেবলতত্ত্বনিরঞ্জনপূতো, বাদবিবাদঃ কথমবধূতঃ ॥ ২ ॥
আশাপাশবিবন্ধমুক্তঃ, শৌচাচারবিবর্জ্জিতযুক্তঃ ।
এবং সর্ব্ববিবর্জ্জিতসত্তত্ত্বং শুদ্ধনিরঞ্জনবস্তঃ ॥ ৩ ॥
কথমিহ দেহবিদেহবিচারঃ, কথমিহ রাগবিরাগবিচারঃ ।
নির্ম্মলনিশ্চলগগনাকারং, স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারম ॥ ৪ ॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, সমরসমগ্ন ভাবপূত পরমাবধূত তথায় তত্ত্ব কথনে প্রলাপ করেন না ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতাতে স্বামিকার্ত্তিক-সংবাদে স্বাত্ম-সংবিত্ত্যুপদেশে মোক্ষনির্ণয়ন নাম ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীদত্ত কহিলেন, পতিত ছিন্নবস্ত্র-নির্ম্মিত-কন্থা-যুক্ত হইয়া, পুণ্যাপুণ্য বিবর্জ্জিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিরঞ্জন-সমরসে মগ্ন হওত নগ্ন অবধূত শূন্যাগারে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

লক্ষ্যালক্ষ্যে এবং যুক্তাযুক্ত-বিবর্জ্জনে দক্ষ হইয়া কেবল তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জনে মগ্ন হইয়া আছেন, অতএব এ প্রকারে অবধূতের বাদবিবাদ কি ? ২ ॥

তিনি বিবিধ আশা-পাশ-মুক্ত হইয়াছেন, শৌচাচার-বিবর্জ্জিত ও যুক্ত হইয়াছেন এবং সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ নিরঞ্জনবস্তু হইয়া আছেন ॥ ৩ ॥

এবম্ভূত অবস্থায় দেহ-বিদেহ-বিচারই বা কি, রাগ-বিরাগ-বিচারই বা কি ? এ অবস্থায় কেবল নির্ম্মল নিশ্চল গগনাকার তত্ত্ব—এ অবস্থায় কেবল সহজাকার স্বয়ংতত্ত্ব ॥ ৪ ॥

কথমিহ তত্ত্বং বিন্দন্তি যত্র, রূপমরূপং কথমিহ তত্র।
গগনাকারঃ পরমো যত্র, বিষয়ীকরণং কথিমহ তত্র ॥ ৫ ॥
গগনাকারনিরন্তরহংসস্তত্ত্ববিশুদ্ধনিরঞ্জনহংসঃ।
এবং কথমিহ ভিন্নবিভিন্নবন্ধবিবন্ধবিকারবিভিন্নম্ ॥ ৬ ॥
কেবলতত্ত্বনিরন্তরসর্ব্বং, যোগবিয়োগৌ কথমিহ গর্ব্বম্।
এবং পরমনিরন্তরসর্ব্বং, এবং কথমিহ সারবিসারম্ ॥ ৭।
কেবলতত্ত্বনিরঞ্জনসর্ব্বং, গগনাকারনিরন্তরশুদ্ধম্।
এবং কথমিহ সঙ্গবিসঙ্গং, সত্যং কথমিহ রঙ্গবিরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥
যোগবিয়োগৈ রহিতো যোগী, ভোগবিভোগৈ রহিতো ভোগী।
এবং চরতি হি মন্দং মন্দং, মনসা কল্পিতসহজানন্দম্ ॥ ৯ ॥
বোধবিবোধৈঃ সততং যুক্তো, দ্বৈতাদ্বৈতৈঃ কথমিহ মুক্তঃ।
সহজো বিরজঃ কথমিহ যোগী, শুদ্ধনিরঞ্জনসমরসভোগী ॥ ১০ ॥
ভগ্নাভগ্নবিবর্জ্জিতভগ্নো, লগ্নালগ্নবিবজ্জিতলগ্নঃ।
এবং কথমিহ সারবিসারঃ, সমরসতত্ত্বং গগনাকারঃ ॥ ১১ ॥

যাঁহার রূপ অরূপ কিছুই নাই, তথায় কি তত্ত্ব লাভ হইবে? যথায় গগনাকারই পরমতত্ত্ব, তথায় বিষয়ীকরণ কি প্রকারে সম্ভবে? ৫ ॥

গগনাকার নিরন্ত হইলে শুদ্ধ নিরঞ্জন হংসতত্ত্বের উদয় হয়; এই তত্ত্বে ভিন্ন বিভিন্ন-বন্ধ-বিবন্ধ-বিকার-বিভিন্নাদি কি প্রকারে সম্ভবে? ৬ ॥

কেবল তত্ত্ব নিরন্তর, সে তত্ত্বে যোগ-বিয়োগ বা গর্ব্ব নাই, পরমনিরন্তর-সর্ব্ব এইরূপ হয়, এই নিরন্তরসর্ব্বে সার-বিসার নাই ॥ ৭ ॥

নিরঞ্জন সর্ব্বই কেবল তত্ত্ব, ইহা গগনাকার ও নিরন্তর শুদ্ধ, ইহাতে সঙ্গ-বসঙ্গ কিরূপে থাকিবে? ইহা সত্য, ইহাতে রঙ্গ-বিরঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? ৮ ॥

এ তত্ত্বে যোগী যোগবিয়োগ-রহিত, ভোগী ভোগবিভোগ-রহিত হইয়া মনঃকল্পিত সহজানন্দে মন্দ মন্দ বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

বোধবিবোধ ও দ্বৈতাদ্বৈত দ্বারা সতত যুক্ত থাকিলে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারা যায়? যোগীর সম্বন্ধে সহজ বা বিরজ কি প্রকারে ঘটিবে? যোগী শুদ্ধ নিরঞ্জন সমরস ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০ ॥

এ তত্ত্বে ভগ্নাভগ্ন নাই, লগ্নালগ্ন নাই এবং সার-বিসার নাই, সমরসতত্ত্ব গগনাকার ॥ ১১ ॥

এতত্তত্বং সর্ব্ববিবর্জ্জিতযুক্তঃ, সর্ব্বং তত্ত্ববিবর্জ্জিতমুক্তঃ।
এবং কথমিহ জীবিতমরণং, ধ্যানাধ্যানৈঃ কথমিহ করণম্॥ ১২॥
ইন্দ্রজালমিদং সর্ব্বং যথা মরুমরীচিকা।
অখণ্ডিতঘনাকারো বর্ত্ততে কেবলং শিবঃ॥ ১৩॥
ধর্ম্মাদৌ মোক্ষপর্য্যন্তং নিরীহাঃ সর্ব্বথা বয়ম্।
কথং রাগবিরাগৈশ্চ কল্পয়ন্তি বিপশ্চিতঃ॥ ১৪॥
বিদ্যতি বিদ্যতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ॥ ১৫।

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদত্ত উবাচ।

ত্বদ্‌যাত্রয়া ব্যাপকতা হতা তে, ধ্যানেন চেতঃপরতা হতা তে।
স্তত্যা ময়া বাক্‌পরতা হতা তে, ক্ষমস্ব নিত্যং ত্রিবিধাপরাধান্॥ ১॥

এ তত্ত্বে যোগী সতত সর্ব্ববিবর্জ্জিত অথচ যুক্ত, সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিত অথচ মুক্ত, এ তত্ত্বে জীবিত বা মরণই বা কি, ধ্যানাধ্যানই বা কি? ১২॥

মরুমরীচিকার ন্যায় এই সমুদয় ইন্দ্রজাল, কেবলমাত্র অখণ্ডিত ও ঘনাকার শিবরূপ বিদ্যমান॥ ১৩॥

আমরা অবধূত, আমরা ধর্ম্মাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয়েই সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট, পণ্ডিতেরা আমাদের রাগ-বিরাগ কি প্রকারে কল্পনা করেন? ১৪॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় তথায় সমরসমগ্ন ভাবপূত পরমাবধূত তত্ত্ব প্রলাপ করেন না॥ ১৫॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূতগীতায় স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীদত্ত কহিলেন, তোমার যাত্রাতে ব্যাপকতা হত হইয়াছে, তোমার ধ্যানে চিন্তার বিষয়পরতা হত হইয়াছে, তোমার স্তুতি দ্বারা আমার বাক্‌পরতা হত হইয়াছে, হে গুরো! আমার নিত্য এই ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১॥

কামেরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥ ২॥
অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ৩॥
কৃপালুররুতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥ ৪॥
অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্ব্বেদবেদান্তবাদিভিঃ॥ ৫॥
আশা-পাশ-বিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্॥ ৬॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারং তস্য লক্ষণম্॥ ৭॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধৃতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণা-ধ্যান-নির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥ ৮॥
তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জ্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্॥ ৯॥

কামনাসকল দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি হৃত হয় নাই, যিনি দান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, নিরীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির এবং আত্মাশ্রয়, তাঁহাকেই মুনি কহে॥২॥

যিনি অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয়, অমানী, মানদ, দাতা, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি, যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সর্ব্বদেহীর প্রতি তিতিক্ষু, সত্যসার, অনবদ্যাত্মা, সম ও সর্ব্বোপকারক, তিনিই মুনি॥ ৩-৪॥

এক্ষণে বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ বেদবাদীরা বর্ণে বর্ণে অবধূতের যে লক্ষণ কহিয়াছেন, তাহা জানা উচিত॥ ৫॥

অবধূত শব্দের অকারে আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত, আদিমধ্যান্ত-নির্ম্মল এবং নিত্য আনন্দে বর্ত্তমানকে বুঝায়॥ ৬॥

অবধূত শব্দের বকারে বাসনাবর্জ্জিত, নিরাময় বস্তুতে বর্ত্তমানকে বুঝায়॥৭॥

অবধূত শব্দের ধূকারে ধূলিধূসরগাত্র, ধৃতচিত্ত, নিরাময় এবং ধারণা-ধ্যান-নির্ম্মুক্তকে বুঝা যায়॥ ৮॥

অবধূত শব্দের তকারে তত্ত্বচিন্তাকারী, চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জ্জিত তমঃ বা অহঙ্কারনির্ম্মুক্তকে বুঝায়॥ ৯॥

আত্মানং চামৃতং হিত্বা অভিন্নং মোক্ষমব্যয়ম্।
গতো হি কুৎসিতঃ কাকো বর্ত্ততে নরকং প্রতি। ১০॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ত্যজ্যতাং মৃগলোচনে।
ন তে স্বর্গোঽপবর্গো বা সানন্দং হৃদয়ং যদি। ১১
ন জানামি কথং তেন নির্ম্মিতা মৃগলোচনা।
বিশ্বাসঘাতকীং বিদ্ধি স্বর্গমোক্ষসুখার্গলাম্॥ ১২
মূত্রশোণিতদুর্গন্ধে হ্যমেধ্যদ্রাবদূষিতে।
চর্ম্মকুণ্ডে যে রমন্তি তে লিপ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥ ১৩।
কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জ্জিতা।
কেনাপি নির্ম্মিতা নারী বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৪।
ত্রৈলোক্যজননী ধাত্রী সা ভর্ত্রী নরকোদরম্
তস্যাং জাতো রতস্তত্র হাহা সংসারসংস্থিতিঃ। ১৫
জানামি নরকং নারীং ধ্রুবং জানামি বন্ধনম্
যস্যাং জাতো রতস্তত্র পুনস্তত্রৈব ধাবতি। ১৬

অভিন্ন অব্যয় মোক্ষস্বরূপ অমৃতময় আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কোনও কুৎসিত কাকই নরকের প্রতি ধাবিত হয়॥ ১০॥

বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা সদা স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিবে, তাহা না করিলে তোমার স্বর্গ বা অপবর্গ অথবা হৃদয়ে আনন্দ থাকিবে না॥ ১১॥

জানি না, কি জন্য মৃগলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্বাস-ঘাতিনী এবং স্বর্গ ও মোক্ষ-সুখের অর্গলস্বরূপ জানিও। ১২।

মূত্র ও শোণিত দ্বারা দুর্গন্ধময়, অপবিত্রতা দ্বারা দূষিত চর্ম্মকুণ্ডে যাহারা রমণ করে, তাহারা যে পাপলিপ্ত হয়, ইহাতে আর সংশয় নাই॥ ১৩॥

কৌটিল্য ও দম্ভসংযুক্ত, সত্য এবং শৌচ-বিবর্জ্জিত নারীজনকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? নারী সর্ব্বদেহীর বন্ধনস্বরূপ। ১৪।

নারী ত্রৈলোক্যজননী ও ধাত্রী, পরন্তু সে নিশ্চয়ই নরক, যাহাতে জন্ম হইয়াছে, তাহাতেই রত হওয়া, হায়! এ কি সংসারসংস্থিতি! ১৫॥

নারীকে আমি নরক বলিয়া জানি, নারীকে বন্ধন বলিয়া আমি নিশ্চয়ই মনে করি, যাহা হইতে জন্ম, তাহাতেই রত, তাহাতেই ধাবমান॥ ১৬॥

ভগাদি কুচপর্য্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তি পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্॥ ১৭॥
বিষ্ঠাদিনরকং ঘোরং ভগঞ্চ পরিনির্ম্মিতম্।
কিমু পশ্যসি রে চিত্ত কথং তত্রৈব ধাবসি॥ ১৮॥
ভগেন চর্ম্মকুণ্ডেন দুর্গন্ধেন ব্রণেন চ।
মণ্ডিতং হি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১৯॥
দেহার্ণবে মহাঘোরে পূরিতং চৈব শোণিতম্।
কেনাপি নির্ম্মিতা নারী ভগং চৈব অধোমুখম্॥ ২০॥
অন্তরে নরকং বিদ্ধি কৌটিল্যং বাহ্যমণ্ডিতম্।
ললিতামিহ পশ্যন্তি মহামন্ত্রবিরোধিনীম্॥ ২১॥
অজ্ঞাত্বা জীবিতং লব্ধং ভবস্তত্রৈব দেহিনাম্।
অহো জাতো রতস্তত্র অহো ভববিড়ম্বনা॥ ২২॥
তত্র মুগ্ধা রমন্তে চ সদেবাসুরমানবাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ২৩॥

উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কুচ পর্য্যন্ত সমুদায়কেই নরকসমুদ্র বলিয়া জানিও। যাহারা তাহাতে রমণ করে, তাহারা কিরূপে নরক উত্তীর্ণ হইবে?১৭॥

ভগ বিষ্ঠাদি ঘোর নরকরূপে নির্ম্মিত। রে চিত্ত! তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? অতএব তথায় আবার কেন ধাবমান হও? ১৮॥

সদেবাসুরমনুষ্য সমুদয় জগৎই দুর্গন্ধময়, ব্রণযুক্ত, চর্ম্মকুণ্ড যোনি দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে॥ ১৯॥

মহাঘোর দেহার্ণবে শোণিত পূর্ণ আছে। ইহাতে কে নারী ও অধোমুখ যোনিকে নির্ম্মাণ করিয়াছে? ২০॥

স্ত্রীজাতির অন্তর নরকময় এবং বাহ্যপ্রদেশ কৌটিল্য পূর্ণ বলিয়া জানিও। পণ্ডিতগণ ললিতাগণকে মহামন্ত্রবিরোধিনী বলিয়া জানেন॥ ২১॥

দেহিগণ অজ্ঞানবশতঃ এই নারীজাতি হইতে জীবন লাভ করিয়া আবার তাহাতেই রত হয়, অহো, কি ভববিড়ম্বনা! ২২॥

সদেবাসুর-মানব এই স্ত্রীজাতিতে মুগ্ধ হইয়া ইহাতেই রমণ করে, যাহারা এইরূপ করে, তাহারা যে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই॥২৩॥

অগ্নিকুণ্ডসমা নারী ঘৃতকুম্ভসমে নরঃ।
সংসর্গেণ বিলীয়েত তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ॥ ২৪॥
গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
চতুর্থী স্ত্রী সুরা জ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং জগৎ॥ ২৫॥
মদ্যপানং মহাপাপং নারীসঙ্গস্তথৈব চ।
তস্মাদ্দ্বয়ং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেন্মুনিঃ॥ ২৬॥
চিন্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং, নষ্টে চিত্তে ধাতবো যান্তি নাশম।
তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বতো রক্ষণীয়ং, স্বস্থে চিত্তে বৃদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি॥ ২৭॥
দত্তাত্রেয়বিধতেন নির্ম্মিতানন্দরূপিণা।
যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি তেষাং নৈব পুনর্ভবঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নারীকে অগ্নিকুণ্ডের সমান ও পুরুষকে ঘৃতকুম্ভের তুল্য বলিয়া জানিও সংসর্গ হইলেই বিলয় পাইতে হয় অতএব নারীজাতিকে পরিত্যাগ করিবে॥ ২৪॥

গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধ সুরা আছে, কিন্তু স্ত্রী চতুর্থী সুরা, তদ্দ্বারা এই জগৎ মোহিত হইয়া আছে॥ ২৫॥

মদ্যপান যেরূপ মহাপাপ, নারীসঙ্গমও তদ্রূপ. অতএব মুনিজন এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বনিষ্ঠ হইবেন॥ ২৬॥

চিত্ত নষ্ট হইলে চিন্তাক্রান্ত ধাতু বদ্ধ এবং শরীরও নষ্ট হইয়া যায়, এই কারণে চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত, চিত্ত সুস্থ থাকিলে বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়॥ ২৭॥

আনন্দরূপী দত্তাত্রেয়াবধূত কর্ত্তৃক এই গীতা রচিত হইল, ইহা যাঁহারা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ২৮॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতাতে স্বামিকার্ত্তিক-সংবাদে
আত্মসংবিত্ত্যুপদেশে অষ্টমাধ্যায়।

ইতি দত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূতগীতা সমাপ্ত।